পালকের টুপি
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পালকের টুপি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন পর ফের শহরের লোকেরা সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেল। দূর আকাশের নীচে কারা ঘণ্টা বাজিয়ে বাতাসে ভেসে চলে যায়। ঠিক যেন কোনো দমকলের ঘণ্টা বাজে। তখন আকাশ নীল, স্বচ্ছ। পাইন গাছগুলোর মাথায় আশ্চর্য সাদা জ্যোৎস্না। প্রবীণেরা কান পেতে শুনলেন ঘণ্টাধ্বনি। অলুক্ষুনে এই শব্দমালা কীভাবে কোথায় যে ভেসে যায়। বলাবলি করলেন, লুসির সেই ভুতুড়ে মেয়েটা ঠিক আবার বাবার খোঁজে বের হয়ে পড়েছে। কিন্তু শহরের বুড়োরা শুনল, গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। সেই অলৌকিক দেবদূত এসে বুঝি আবার শহরটায় ঘণ্টা বাজাতে শুরু করেছে।

আর যুবক-যুবতীরা দেখল, বিন্দুর মতো দুই নক্ষত্র আকাশে ভাসমান। বাতাসে ভেসে ভেসে সমুদ্রের ওপারে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কেবল শিশুরাই জানে আসল রহস্যটা কী। ওরা বোঝে, সে এক ছোট্ট মেয়ে, নাম ম্যাণ্ডেলা, গায়ে তার সাদা ফ্রক—সে যাচ্ছে তার বাবাকে খুঁজতে। সঙ্গে থাকে একটা ছোট্ট ক্যাঙারুর বাচ্চা—নাম হাইতিতি, গলায় সোনালি রিবনে রুপোর ঘণ্টা। বাতাসে ভেসে যাবার সময় ঘণ্টাটা ঢং-ঢং করে বাজে।

বুড়োরা বলে, ভুতুড়ে মেয়ে না ছাই, কোনো দেবদূতের কাজ এটা। না হলে শহরের মাথায় কার দায় পড়েছে ঘণ্টা

বাজাবার। প্রবীণেরা বিষয়টাতে খুবই খাপ্পা। জাদুকরের ভোজবাজি না ছাই—এ কোনো অশুভ আত্মার কারসাজি। তাদেরই অশুভ প্রভাবে লুসির মেয়েটা মাঝে-মাঝে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।

যুবক-যুবতীরা ভেবে থাকে কোনো অদৃশ্য বিজ্ঞানী, মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে ম্যাণ্ডেলার মতো এমন একটি সুন্দর বাচ্চাকে বেছে নিয়েছে। আহা রে বেচারা!

কেবল শিশুরা তখন চিৎকার করে বলে, তারা যা দেখতে পায় বড়রা তা পায় না। বড়দের মাথায় শেকড় গজিয়ে গেছে। ওদের সব চুল-দাড়ি কামিয়ে দাও। ওরা শিশু হয়ে যাক। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে পরম দয়াময় যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে থাকে—হে যিশু, হে দয়াময়, বড়দের চোখ-কান খুলে দাও।

লুসি, টিকাকি দুজনই খুঁজছে। দাদাকে ফোনও করতে পারছে না। ডাক্তার মানুষ। সারাদিন হাসপাতাল, অপারেশন, নার্সিংহোম করে যখন রাতে ফিরে আসেন, তখন ক্লান্ত থাকারই কথা। ফোন পেলেই বলবেন, আবার!

হ্যাঁ দাদা। কোথাও তো দেখছি না! লুসি তখন কী যে করে! সে উপত্যকার নীচে নেমে ডাকল, ম্যাণ্ডেলা।

টিকাকি হাতে লণ্ঠন তুলে ডাকল, "ম্যাণ্ডেলাদিদি।"

না, কোনো সাড়া নেই। টিকাকি বলল, "বজ্জাত হাইতিতিটার এ-সব কাজ। কেমন মিটিমিটি সব দেখে। দু-পায়ে ভর করে বসে থাকে। আজ সারা বিকেল ম্যাণ্ডেলাদিদির কী সাধাসাধি। একরত্তি মুখে দেয়নি। আঙুর খায়নি। আপেল খায়নি। বাঁধা থাকতে তেনার ভাল লাগছে না।"

লুসি জোরে জোরে ডাকল, "ম্যাণ্ডেলা তুমি কোথায়?"

সাড়া নেই।

কেবল সামনের পাইনের বন থেকে আশ্চর্য এক মিউজিক ভেসে আসছে।

তারা সব কিছু আমাদের মতো দেখতে পাক। ম্যাণ্ডেলার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। বাবা না থাকলে মানুষের কিছু থাকে না। বাবার সঙ্গে ফাঁকা রাস্তায় কার না বেড়াতে ভাল লাগে। পাইন ফেস্টিভ্যালে সবার বাবা সঙ্গে থাকে, ম্যাণ্ডেলার থাকে না, কী কষ্ট বলো। ও যেন ওর বাবাকে খুঁজে পেয়ে যায়।

সমুদ্রের শোঁ-শোঁ গর্জন। উথাল-পাথাল ঝোড়ো হাওয়া। সেই মিউজিক যেন বলছে, মা আমি শিগগিরই ফিরে আসব। তুমি ভেবো না। বাবাকে আবার খুঁজতে বের হয়েছি। হাইতিতি সঙ্গে আছে—ভেবো না। মা, মানুষের বাবা না থাকলে কিছু থাকে না মা।

॥ দুই ॥

সামনের দ্বীপগুলি বড় নির্জন। শুধু বালির ঢিবি। মাইলখানেক কিংবা তারও উপর হবে বড়। গাছপালা নেই। কেবল সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। কিছু সামুদ্রিক কাঁকড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিংবা কচ্ছপ রোদে পিঠ দিয়ে ঝিমুচ্ছে। একটা দ্বীপে পাথরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। তারপর দ্বীপের দিকে ধীরে ধীরে নেমে গেছে। এখানেও কেউ নেই মনে হল ম্যাণ্ডেলার। অজস্র পাখি উড়ছে, পাহাড়টার মাথায় অন্য দ্বীপগুলিতে তাও নেই। পাখি থাকলে কেন জানি ম্যাণ্ডেলার মনে হয় মানুষও আছে। সে হাইতিতিকে নিয়ে দ্বীপটায় নেমে পড়ল।

বেলা হয়েছে বেশ। স্নান-খাওয়া দরকার। হাইতিতিকে নিয়ে সে সমুদ্রে নেমে স্নান করল। বাতাসে জামা-প্যান্ট শুকিয়ে দ্বীপটার কিনার ধরে হাঁটতে থাকল। জাহাজের ভাঙা মাস্তুল কিংবা ডেরিকের কোনো ভাঙা অংশ যদি চোখে পড়ে। কারণ, সে তার বাবার কাছে গল্প শুনেছে, ঝড়ে পড়ে গেলে জাহাজকে কোনো ডাঙার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সে এতটা এসেও এমন কিছু দেখতে পায়নি, যা থেকে অনুমান করতে পারে জাহাজডুবি এই অঞ্চলে কখনও কোথাও ঘটেছিল। তবে সে দেখেছে, দ্বীপটার একপাশে কিছু জড়ো করা। উপর থেকে বুঝতে পারেনি, নীচে নেমে বুঝল, উপর থেকে যা খুব কাছে মনে হয়, নীচে নামলে তা দূরে সরে যায়। কিন্তু সে জানে সমুদ্রের ধারে ধারে হেঁটে গেলে ঠিক ও-জায়গাটায় হেঁটে যাওয়া যাবে। সে কিছু কচ্ছপের ডিম পুড়িয়ে নিয়ে গেল। কিছু ক্যাকটাস দেখতে পেল। লাল-নীল রঙের ফুল ফুটে আছে ক্যাকটাসে। আর তাদের অদ্ভুত সব গড়ন! একটা ক্যাকটাস দেখে সে দৌড়ে গেছিল। যেন এইমাত্র কেউ একটা তাদের জন্য আনারস ফেলে গেছে। সে হাতে নিয়ে বুঝল, আনারস নয়। আনারস হলে গা থেকে সবুজ ডালপালা বের হবে কেন! লাল ফুল ফুটে থাকবে কেন গায়ে! পকেট থেকে ছোট্ট ছুরি বের করে নিয়ে ওটি কেটে দেখল। মুখে দিয়ে দেখল। বিস্বাদ নয়। খাওয়া যায়। চাক চাক করে হাইতিতিকে দিতেই পরম আনন্দে সে ভোজে বসে গেল।

হাইতিতির এই এক খারাপ স্বভাব। সিলভার ওকের নীচে বেঁধে রাখলে মুখে অরুচি। আর সঙ্গে নিয়ে বের হলে কেবল খাবে আর খাবে। হাইতিতি সঙ্গে থাকলে তার কোনো ভয় থাকে না। জাদুকরের পালকের টুপি মাথায়। হাইতিতিরও গলায় রুপোর ঘণ্টা—তাদের তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না। অথচ কী মজা, তারা সব দেখতে পাচ্ছে!

যেমন বালির প্রান্তরে অদ্ভুত সব ক্যাকটাস। কোনোটা কুমড়োর মতো, কোনোটা আনারসের মতো, আবার কোনোটা গোল গোল—গম্বুজের মতো লম্বা। অজস্র ধারালো কাঁটা। হাইতিতি নেমেই খুব একটা ছুটতে পারছিল না বলে মুখ গোমড়া করে রেখেছিল। বোধহয় আনারসের মধ্যে ক্যাকটাসগুলো খেতে

খুব সুস্বাদু। লেজে ভর দিয়ে এত তৃপ্তির সঙ্গে না হলে খায় কী করে! খেয়ে খুব তৃপ্তি পাচ্ছে দেখলেই বোঝা যায়। তখন হাইতিতির চোখ বুজে আসে। এমনকী বলা যায় না ঘুমিয়েও পড়তে পারে।

ভারী সুন্দর চারপাশটা। কালো পাথরের পাহাড়ের ওপাশে সূর্য।পাহাড়ের ছায়ায় লম্বা হয়ে সমুদ্রের কাছে, চলে এসেছে। সে তাড়া লাগাল। কে জানে সাদা রঙের ওগুলি বালিয়াড়ির ধারে যে পড়ে আছে জাহাজের খোল-টোল হতে পারে। বাবার জাহাজটা তো সাদা রঙের ছিল। বলা যায় না হতেও পারে। জাদুকর তাকে পালক দিয়েছে, বাবাকে জাদুকর বের করে দেবে বিশ্বাসই করতে পারে না। মা-টা যে কী অবুঝ! আচ্ছা, আমি যদি উড়ে যাই তবে ধরতে পারে আমাকে। আমি যদি একটা তিমি মাছের পিঠে বসে টিফিন সারতে পারি—আঃ কী মজা, ভাবা যায় না। তারপরেই হাইতিতিকে বলল, "হয়েছে বাছা, এবার চলো। পরে খাবে।" বলেই পালকের টুপিটা এঁটে দিল বিনুনিতে। হাইতিতির গলায় সাদা রুপোর ঘণ্টা বেঁধে দিল, তারপর উড়ে সেই সাদামতো জায়গাটায় গিয়ে দেখল, আসলে, নুন জমে সাদা হয়ে আছে জায়গাটা। নুনের ঢিবি। এবং আশ্চর্য, সে একটা মানুষের পায়ের ছাপও দেখতে পেল। এইমাত্র কেউ এসে এখান থেকে নুন নিয়ে গেছে যেন।

এই প্রথম সে নির্জন দ্বীপগুলোর একদিকে মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। বাবার জাহাজের রুট সে বাড়িতে দেখেছে। এই দ্বীপগুলি পড়ে রুটে। কাগজের খবর, দ্বীপগুলির কাছে কোথাও জাহাজডুবি হয়েছে। যদি তাই হয় তবে কেউ তাদের একদল এখনও বেঁচে আছে। সে এবারে হাঁটু গেড়ে বসল প্রার্থনার ভঙ্গিতে। তারপর হাইতিতিকে পাশে বসাল। বলল, "হে যিশু, লোকটা যেন আমার বাবা হয়।"

দ্বীপটায় এখন কত রকমের ফড়িং প্রজাপতি উড়ছে। তার উপরে উড়ছে অজস্র ছোট-ছোট পাখি। ওরা প্রজাপতি, ফড়িং ধরে খাচ্ছে। না, কোনো বড় গাছপালা নেই। জীবনের চিহ্ন বলতে এই ফড়িং, প্রজাপতি, আর পাখি। আর ঢেউয়ের সঙ্গে উড়ে এসে আছড়ে পড়ছে উড়ুক্কু মাছ। রুপোলি ছুরির মতো বিছিয়ে থাকে। আবার ঢেউ এলে ভেসে চলে যায়।

একটা বড় ক্যাকটাসের পাশ দিয়ে ওরা পাহাড়টার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। উড়ে যেতে পারত। কিন্তু, এইসব বড় বড় ক্যাকটাসের নীচে যদি মানুষটা দাঁড়িয়ে থাকে, এই ভেবে হেঁটে যাওয়া। অবশ্য সে জানে, তখন পালকের টুপিটা খুলে রাখতে হয়। পকেটের মধ্যে সে ভরে রেখেছে। রুপোলি ঘণ্টার ফাঁস ঝুলিয়ে দিলে আর ওড়া যায় না। মানুষের যে কী বাতিক, সে বলতেই পারে না, জাদুকর যা পারে তোমরা তা পারবে কেন। সে ইচ্ছে করলে, সবার সামনে এটা পরে দেখাতেও পারে। তা হলেই মামা বুঝত, সে মিছে কথা বলছে না। কিন্তু জাদুকর বসন্তনিবাস যে বলে গেছে, কেউ জানতে পারলেই পালকের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। রুপোলি ঘণ্টা উড়ে যাবে বাতাসে। কেবল সে আর হাইতিতিই টের পেয়েছে, মানুষের ইচ্ছার শেষ নেই। সে ইচ্ছে করলে কী না পারে।

তখনই মনে হল, মানুষের পায়ের ছাপ তো! না অন্য কিছু!

হাইতিতি ছুটছে। পাহাড়টার চাতাল এখানে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। কী মসৃণ পাথর। পা পিছলে যাবার মতো। হাইতিতি

ছাড়া পেয়ে তার কথা শুনছে না। সে একবার নীচে নেমে যাচ্ছে, আবার উপরে উঠে যাচ্ছে। একবার ডেকে ম্যাঙেলা বলল, "এই হতভাগা, তুই কি শেষে হড়কে গিয়ে পা-ফা ভেঙে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবি!"

আর এ-সময় সে দেখল, ঠিক পাহাড়ের চাতালটার মাথায় লম্বা একটা কোটা দিয়ে কী পেড়ে আনছে কেউ। সে অবাক। এত উঁচুতে উঠে লোকটা কী করছে। সে তখনই টুপিটা পরে নিল, গলায় হাইতিতির ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিল, তারপর উপরে উঠে ভেসে ভেসে দেখল, পাহাড়ের উলটো পিঠের খাঁজে হাজার হাজার পাখির বাসা। চড়ুই পাখি কিংবা মুনিয়া পাখিদের মতো দেখতে। লোকটা পরে আছে আলখাল্লার মতো পোশাক। লম্বা জয়েব সব জামার নানা জায়গায়। তার মধ্যে কোটার ডগায় বর্শার মতো বাসা গেঁথে ঝুঁকে তুলে আনছে। নীচে পড়ে গেলেই অতল খাদ। মানুষটার মৃত্যুভয় পর্যন্ত নেই।

সে পাখির মতো বাতাসে ভেসে খুব কাছে নেমে গেল। মানুষটা কেমন আদিম আর বন্য। বাবার মতো নয়। কিংবা সে বুঝতে পারছে না আসলে এই মানুষটাই তার বাবা কি না! একটা দ্বীপে থেকে বন্য হয়ে যেতেই পারে! বড়-বড় নখ হাতে। মাথায় লম্বা চুল। নাক চোখ কপাল বাদে লোকটার আর কিছুই দেখা যায় না। সে অবাক, লোকটা এত উঁচুতে উঠলই বা কী করে! আর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ছোট-ছোট পাখির বাসাই বা মাছ গেঁথে তোলার মতো সংগ্রহ করছে কেন! হাইতিতির যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে কিছু! সে এক ফাঁকে মানুষটার পাশে গিয়ে বসে পড়ে নিজেও ব্যাপারটা দেখছে। ওর দুষ্টুমির শেষ নেই। ঠেলা মেরে লোকটাকে ফেলেও দিতে পারে। সে কাছে গিয়ে হাইতিতির কান ধরে ধমক লাগাল, "তুমি এখানে কেন! এসো।

ওকে নিতে দাও। ও যদি তোমার ঠেলা খেয়ে পড়ে যায়! তুমি যা চঞ্চল!"

আর তখনই লোকটা কেমন হকচকিয়ে পাথর থেকে গড়িয়ে পড়েছিল আর কি! কেমন ভুতুড়ে মনে করছে সব কিছু। ম্যাঙেলার ভারী মজা লাগে তখন। তাকে কেউ দেখতে পায় না। অথচ তার কথা শুনতে পায়! এমন একটা নির্জন দ্বীপে মানুষের কণ্ঠস্বরে লোকটা ভ্যাবাচাকা খেয়েই যেতে পারে। যাক পড়ে যায়নি। হাতে আঠার মতো কী লাগিয়ে রেখেছে। পায়েও বোধহয়। মোমের মতো চকচক করছে। কিছুটা পড়ে গিয়েই আবার উঠে আসতে থাকল।

ম্যাঙেলার এ-সব সময়ে কেমন মায়া হয় মানুষের জন্য। লোকটার হয়ে যদি সে সাহায্য করতে পারে। বলা যায় না, দাড়ি-গোঁফ কামালে মানুষটার আসল চেহারা বের হয়ে পড়বে। একটা ক্ষীণ আশা তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকল। সে আর কথা বলল না। ইশারায় হাইতিতিকেও তুলে নিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, "ওদিকটায় ঘুরে ফিরে দেখো। এমন মজার ঘটনা আমার সঙ্গে না বের হলে দেখতে কী করে!" তারপর সে মানুষটাকে সাহায্য করার জন্য পাথরের খাড়া দেয়ালের কাছে উড়ে যেতেই পাখিগুলি কিসের গন্ধ পেয়ে উড়ে যেতে থাকল। আসলে সে কচ্ছপের ডিম পুড়িয়ে খেয়েছে। তার গন্ধ মুখে লেগে আছে। সে পটাপট পাহাড়ের খাঁজে ঝুলে থাকা ছোট ছোট বাবুইয়ের বাসার মতো কটা তুলে নিয়ে আসতে গিয়েই দেখল লোকটা এবারে সত্যি হড়কে পড়ে যাচ্ছে।

ম্যাঙেলাও সাঁ করে উড়ে নীচে নেমে দেখল, লোকটা অত উপর থেকে পড়ে গিয়ে মূর্ছা গেছে। তার খেয়াল নেই, বাসা

কটা তার হাতে থাকলে, লোকটা তো ভিরমি খেতেই পারে। পাখির বাসা যদি বাতাসে ভেসে বেড়ায় তবে মানুষ আহাম্মক হয়েই যেতে পারে। আহা রে! সে কাছে গিয়ে বলল, "এই আমি ম্যাগুেলা। ভয় কী? আমার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। তাকে খুঁজতে বের হয়েছি। তুমি আমার বাবা নও তো!"

তারপরই ম্যাগুেলার মনে হল, ধুস্ এ তার বাবা হয় কী করে! শনের মতো সাদা চুল, সাদা বরফের মতো দাড়ির রঙ। এ তো একটা বুড়ো মানুষ। চোখের ভুরু পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। তার বাবা কী সুন্দর দেখতে! আপেলের মতো গায়ের রঙ। চওড়া বুক। একজন সত্যিকারের পুরুষ মানুষ। আর বাবা সমুদ্র থেকে ঘুরে এলে আরও বেশি সুপুরুষ হয়ে যেতেন। গায়ে তাঁর তখন সমুদ্রের গন্ধ লেগে থাকত। তখন সে বাবাকে ছেড়ে কোথাও যেত না। তার জন্য কত রকমের উপহার। সকালে প্রাতরাশ খাবার সময় মুখোমুখি বসলে বাবা কেমন ছেলেমানুষের মতো তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে চুমু খেতেন। সে যা চাইত বাবা তাই নিয়ে আসতেন।

"বাবা আমার চাই, তিনঠেঙে রাক্ষস।" বাবা নিয়ে এলেন।

"বাবা আমার চাই বাদামি পালকের টুপি।" বাবা তাই নিয়ে এলেন।

"বাবা আমার চাই পাপুয়ার রাজপুত্র।" বাবা তাই নিয়ে এলেন।

"বাবা আমার চাই সিংহলের কাঠের হাতি।" বাবা তাই নিয়ে এলেন।

"বাবা আমার চাই ময়ূরের পালক।" তাও নিয়ে এলেন।

"আমার চাই দুষ্টু হাইতিতি।" বাবা জ্যান্ত একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা নিয়ে এসে বললেন, "এই তোমার দুষ্টু হাইতিতি।" তারপরই বাবার আবার সফর। জাহাজডুবি। বাবা নিখোঁজ।

না, এ লোকটা একজন বুড়োমানুষ! এর খোঁজে সে জাদুকরের পালকের টুপি পরে বাড়ি থেকে পালায়নি। ম্যাগুেলা ইশারায় হাইতিতিকে ডাকল। এটাকে সঙ্গে আনাও ঝকমারি। আবার সেই পাহাড়ের টিলাটায় বসে ঝুঁকে দেখছে বুড়োমানুষটা এবং সে কী করছে! ডাকলেই যে আসবে কথা নেই। তার বড় লুকোচুরি খেলার স্বভাব। কান ধরে টেনে না নামালে নামবে না। সে সাঁ করে উপরে উঠে কান ধরতেই পাজিটাও সাঁ করে নেমে গেল সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে।

ম্যাগুেলা চিৎকার করে উঠল, "তুমি মরবে এবার। দেখছ নীচে কী ভেসে আছে! রাক্ষুসে অতিকায় হাঙর। হাঁ করে আছে। টুপ করে গিলে ফেলবে।" একটা কালো রঙের বীভৎস লম্বা থাম যেন গড়িমসি করে ভেসে যাচ্ছে জলের নীচে। আর তার তলায় ইঞ্চি দুই তিনের মতো লম্বা অজস্র ছোট র‍্যামোরা মাছ। ভারী সেয়ানা! নিজেরা শিকার ধরতে জানে না। হাঙরটা যা খাবে তার থেকে ভাগ বসাবার তালে আছে।

হাইতিতির কানদুটো ভারী লম্বা। এই একটা সুবিধা আছে বলে, ম্যাগুেলা তাকে জব্দ রাখতে পেরেছে। যখন খুশি লম্বা কান ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। হতভাগাটার একটুও যদি মান-সম্মান বোধ থাকে!

ম্যাগুেলা ধমক লাগাল, "এসো। ওখানে যাবে না। বলছি না ওটা রাক্ষুসে মাছ। তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারে।"

ঢেউয়ের মধ্যে ঠিক অ্যালবাট্রস পাখির মতো তবু কেমন সাঁতার কাটছে হাইতিতি। হাইতিতিটা কি বোঝে জাদুকরের রুপোলি ঘণ্টা গলায় বাঁধা আছে বলে তাকে কেউ দেখতে পায় না। এমন তো নজির সে এখনও পায়নি। পরখ করেও দেখা হয়নি। মানুষজন দেখতে পায় না সেটা টের পেয়েছে। কিন্তু কুকুর, বিড়াল, কাঠবিড়ালি,

পাখি, জীবজন্তু, তিমিমাছ সবাই তো দেখে ফেলতেও পারে। ঘণ্টা কিংবা পালকের টুপি দেবার সময় জাদুকরের সেটা মনে নাও থাকতে পারে। কেবল মানুষের কথাই তার মনে থাকা স্বাভাবিক। সে বলত, মানুষ বড় হাড়বজ্জাত। মানুষ সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। বিশ্বাস মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে পালকের টুপিটা মাথায় দিলেই ম্যাণ্ডেলা তুমি বুঝতে পারবে।

ইস, না, আর পারা গেল না। ম্যাণ্ডেলা সমুদ্রের কিছুটা উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে বলে দেখতে পায় সব কিছু। হাইতিতির চেয়ে সে বুদ্ধি ধরে বেশি। সে তো মানুষ। সে ধমক লাগাল, "এমন করলে আর কখনও সঙ্গে নিয়ে বের হব না। এসো বলছি। আমাদের ফিরে যেতে হবে। মাকে তো জানো—এতক্ষণে হয়তো পাড়ায় হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। টিকাকিকে ঠিক বালিয়াড়িতে পাঠিয়েছে, যদি জাদুকরের মূর্তির আশেপাশে কোথাও আমরা লুকিয়ে থাকি। মামাবাবু হয়তো আবার মুখ গম্ভীর করে পুলিশকে খবরটা দিয়েছে। তোমাকে নিয়ে আমার শতেক জ্বালা। আমার মরণ হয় না কেন বাছা।"

হাইতিতিটা তখন উড়োবেড়ালের মতো ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে তার কাছে চলে আসে। তারপর দু-হাত জোড় করে থাকে। ম্যাণ্ডেলার সব রাগ জল হয়ে যায়। সে উড়তে যাবে, তখনই মনে হল, আরে মানুষটা তো মূর্ছা গেছে। তার কী হল দেখা হয়নি। সে ভাবে বুড়ো মানুষটাকে ফেলে রেখে এসে ভারী অন্যায় কাজ করেছে। তারপরে সাঁ করে উড়ে, পাহাড় টপকে নীচে নেমে যেতেই দেখল, কেমন ভ্যাবলাকান্তর মতো দু-ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে আছে বুড়োমতো বন্য মানুষটা। গায়ের আলখাল্লাটা পাতার তৈরি সে এতক্ষণে বুঝতে পারে। কত রকমের লাল-নীল- সবুজ রঙের পাতায় আঠা লাগিয়ে ওটা তৈরি করেছে।

খুব সতর্ক হয়ে পা ফেলে কাছে গেল। লোকটার চোখে শূন্য দৃষ্টি। সে কথা বলতেও পারছে না। ভুতুড়ে ব্যাপার ভেবে সে না আবার একটা দৌড় মারে। ম্যাণ্ডেলা ইশারায় হাইতিতিকেও কিচ-কিচ করতে বারণ করে দিল।

॥ তিন ॥

এই নিয়ে তিন-তিনবার ম্যাণ্ডেলা হাইতিতিকে নিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল! মাথাটা ঠিক রাখতে পারেন না বুচার। পুলিশের লোক কোনো সূত্র খুঁজে পায় না। কতভাবে যে জেরা করেছে। আর যারা জেরা করতে আসে পরে তারাই নিজেরা পালকের টুপি পরে চলে যায়। এমন সুন্দর মেয়েকে এমন কোনো পরি আছে জাদুকর আছে না ভালবেসে থাকতে পারে।

ম্যাণ্ডেলা নিখোঁজ হলে বুচারের যত রাগ গিয়ে পড়ে বেলাভূমির সেই পাথরের মূর্তিটার উপর। যত অনাসৃষ্টির মূলে যেন সে। লতাপাতা-আঁকা জামা পরা সেই জাহাজি লোকটার মতো দেখতে মূর্তিটা কোথা থেকে যে এল! কাদের কাজ! পুলিশ এ-নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামায়নি। অথচ ঘামানো দরকার। ষড়যন্ত্র করে কেউ যদি ওটা বেলাভূমিতে ফেলে গিয়ে থাকে। আসলে কোনো অভিসন্ধি।

বোন লুসিকে এ-সব বলা যায় না। ভালয়-ভালয় দু-বারই ফিরে এসেছে ম্যাণ্ডেলা। দু-একদিন না গেলে কিছু বোঝা যাবে না। আর শহরটাও হয়েছে তেমনি। পাহাড়ের নীল উপত্যকা ঢেউ-খেলানো। অজস্র পাইনের জঙ্গল। গভীরে ঢুকে গেলে পিকাকোর পার্ক। আরও দূরে গভীর বন, অজস্র গাছপালা—সবুজ এক অরণ্যে কতরকমের সব পাখি।

বুচার ভাবলেন, তিনি তো তখন খুব

তড়পেছিলেন। হতেই পারে না। সেই লোকটাকে শিশুরা জাদুকর ভাবতে পারে, কিন্তু তিনি জানতেন লোকটা জাহাজে ঘুরে ঘুরে বিশ্রী রোগে উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি স্বচক্ষে যখন দেখলেন, সত্যি সেই অদ্ভুত পোশাক-পরা লোকটাই যেন বেলাভূমিতে জলে-ডাঙায় পড়ে আছে তখন আর মুখে রা নেই। হাত না দিলে বোঝাই যায় না ওটা পাথরের। তাঁর আর মুখ থেকে টুঁ শব্দটি বের হয়নি। মাথায় হুবহু সেই পালকের টুপি। কী যে হয়েছিল তখন তাঁর। মুহূর্তে যেন মনে হয়েছিল, এমন একখানা পালকের টুপি সবারই থাকা দরকার। না থাকলে সে সব হারায়।

মেয়রের কমিটিতে তিনিও আছেন। মূর্তিটাকে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য একটা প্রস্তাব পাস হচ্ছে। মূর্তিটাকে বসানো হবে মিনা-করা শ্বেতপাথরের বেদির উপর। সারা বেলাভূমি জুড়ে থাকবে নানারকম ফুলের গাছ। পাখিদের আকর্ষণ করার জন্য একটা ছোট্ট কৃত্রিম মিষ্টি জলাশয় তৈরি করা হবে। এ-সব পরিকল্পনার প্রস্তাবে তিনিও তখন সমর্থন জানিয়েছিলেন। শিশুদের জন্য একজন সত্যি জাদুকরের দরকার মনে হয়েছিল তখন।

মেয়র সমর্থন চাইলে তিনি বলতে পারেননি—এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার। এর উপর গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হবে না। ছোটরা যা বলবে, তাই করতে হবে এমন দাবিতে তাঁর সায় নেই বলতে পারতেন। সেদিন তাও পারেননি।

ছোটরাই বলেছিল, বসন্তনিবাস আমাদের। আমাদের জাদুকর বসন্তনিবাস। বেলাভূমিতে আমরা বসন্তনিবাসের সুন্দর মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখতে চাই।

শিশুরা বাড়িতে বলাবলি করেছে, শুধু এই শহরে নয়, পৃথিবীর সব শহরের শিশুরা

স্বপ্ন দেখেছে, সমুদ্রে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে একখানা মূর্তি। জাদুকর বসন্তনিবাসকে যারা জাহাজঘাটায় বেলুন উড়িয়ে বিদায় জানিয়েছিল, তারাও দেখেছে স্বপ্নটা। মা-বাবারা উদ্ভট বলে একেবারে দূরছাই করতে পারেনি। কারণ মা-বাবাদেরও দরকার কখনও কখনও পালকের টুপি। ফলে সব সদস্যই বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে একমত না হয়ে পারেনি।

কিন্তু তাই বলে সেই জাদুকর এখন ম্যাণ্ডেলার দিকে হাত বাড়াবে! লুসির একটা মাত্র মেয়ে। স্বামী নিখোঁজ। জাদুকরের অন্তত এ-বিষয়টা ভেবে দেখার দরকার ছিল। ছোট্ট মেয়েটাকে কী যে তুকতাক করে গেল, মাঝে মাঝে হাওয়া হয়ে যায়।

॥ চার ॥

বুনো লোকটা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কোমরে লেগেছে বোধহয়। কোমরে হাত দিয়ে কেমন বেঁকে রয়েছে কিছুটা। পাখির বাসাগুলো এখানে-সেখানে ছিটকে পড়েছে। ম্যাণ্ডেলার বড় মায়া মানুষের জন্য। সে মানুষের কোনো দুঃখই সহ্য করতে পারে না। বাসাগুলি যে মানুষটার অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা দেখলেই বোঝা যায়।

সে ওগুলো তুলে সংগ্রহ করে দিতে পারে। পাথরের ঢালু জায়গা দিয়ে লোকটা ভাঙা কোমর নিয়ে আর উঠতে পারবে না। লোকটা আর কোথাও কোনো শিশুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে না। মনের ভুল। সে ভাবল, কতকাল আগে, যেন গত জন্মে সে সহসা হাজির হয়েছিল। শিশুদের কথা, চার শিশুর, না সে আর শিশু নেই—সেই কবেকার কথা যেন সব—সব ভুলেই গেছিল, কে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাকে পৃথিবীটা শিশুদের জন্য। যা কিছু
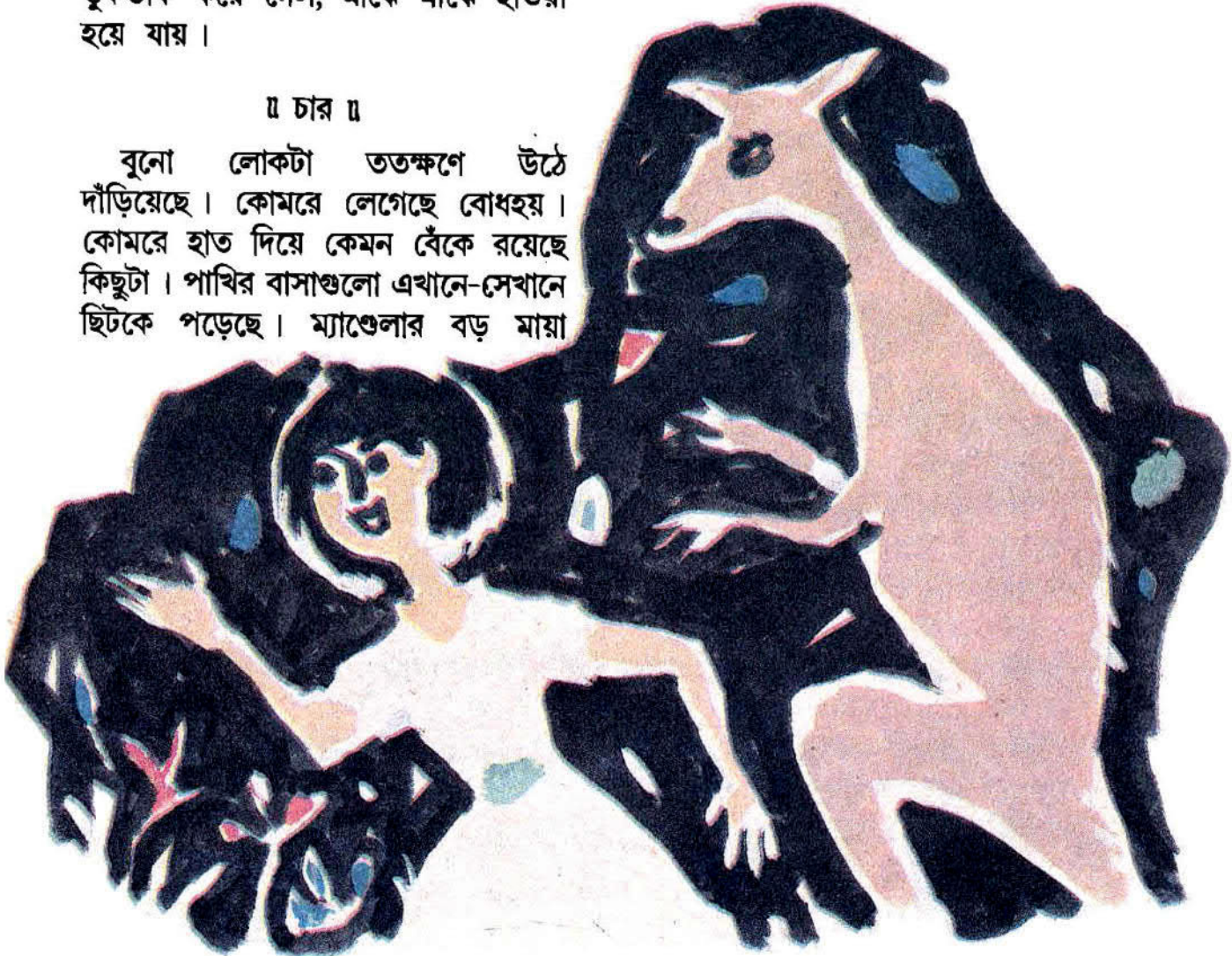
সব তাদের বড় হওয়ার জন্য। সে কেমন বুকে এবং শরীরে বল পেতে থাকল। প্রথমে অবাক হয়েছিল, বাতাসে পাখিগুলির বাসা ভেসে বেড়াতে দেখে। খুবই ভুতুড়ে ব্যাপার। পরে কিচ-কিচ শব্দ—যেন একটা জন্তুর সঙ্গে কোনো শিশু ফিসফিস করে কথা বলছে। দ্বীপটায় এতদিন আছে কখনও সে এমন তাজ্জব ভুতুড়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি। পা হড়কে যাবারই কথা। মনের ভুলও হতে পারে। সে আবার কষ্ট করে বাসাগুলোর দুটো একটা তুলে নেবার চেষ্টা করছে।

ম্যাণ্ডেলা বাতাসে ভেসে গিয়ে লাল ক্যাকটাসের নিচু থেকে একটা পাখির বাসা তুলে নিল। লোকটাকে সবকটা সংগ্রহ করে দেওয়া দরকার। তার কথা শুনে ভয় পাবারই কথা। একটা অপরাধ করে ফেলেছে বুড়োমানুষটার কাছে। অ মা! একী। লোকটা পড়িমরি করে ছুটছে কেন। একটা পাখির বাসা যদি বাতাসে ফের ভেসে পেণ্ডুলামের মধ্যে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসে তবে বুড়োমানুষটা মাথা ঠিক রাখে কী করে!

ম্যাণ্ডেলার হাতে পাখির বাসা। ম্যাণ্ডেলা লোকটাকে ধরার জন্য বাতাসে ভেসে যেতে থাকল। সাঁতার কাটছে। বুড়ো মানুষটা পেছনে আর তাকাচ্ছে না। সমুদ্রের দিকে না গিয়ে পাথরের দেয়ালের মধ্যে কেমন সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল। ম্যাণ্ডেলা পাথরের দেয়ালটার কাছে যেতেই দেখল একটা সরু, পাতলা কাঠের মতো এখানে দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক দরজার পাল্লা আধ-ভেজানোর মতো। ম্যাণ্ডেলা ওটা ধরে বুঝল, পাথরটা ওরকম ভাবেই আছে। ভিতরে ঢুকতে ভয় করছে। তারপরই মনে হল একজন বুড়োমানুষ যখন ওখানটায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেও যেতে পারবে। তা-ছাড়া তাকে তো কেউ দেখতে পায় না, সে সব দেখতে পায়।

হাইতিতির ও-সব খেয়াল নেই। সে বুড়োমানুষটা পালিয়েছে দেখেই কেমন ভেসে ভেসে ডিগবাজি খেতে থাকল। মাঝে-মাঝে লেজের উপর ভর করে লাফাচ্ছে, দৌড়চ্ছে। সারাদিন বাড়ির ওক গাছটার গুঁড়িতে বাঁধা থাকে। ছাড়া পেয়ে কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। বেশ দূরে, যেন সে দ্বীপটায় একাই বেড়াতে এসেছে। ম্যাণ্ডেলার কথাও তার মনে নেই। বোঝে না, তার সঙ্গে না থাকলে যে-কোনো সময় হারিয়ে যেতে পারে।

ম্যাণ্ডেলা ডাকল, "হাইতিতি, শিগ্‌গির আয়, লোকটা পাহাড়ের ভেতর কোথায় পালিয়েছে। খুঁজে বের করতে হবে।"

বুড়োমানুষটাকে সব বুঝিয়ে বললে বিশ্বাস করবে। মামা তাকে বিশ্বাস করে না। মাও করে না। বলতেও পারে না এই দেখো পালকের টুপি, এই দেখো পালকের টুপি পরলে আমাকে আর দেখা যায় না। এই দেখো এবারে কেমন ঘরের মধ্যে ইচ্ছেমতো ভেসে বেড়াতে পারছি। এ-সব বললেই জাদুকর বলে গেছে, পালকের টুপির গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। রুপোলি ঘণ্টা আর বাজবে না। মানুষের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলে মন্ত্রগুণ আর থাকে না। সে মামাকে বোঝাতে পারে না বলে এটা তার রোজকার দুঃখ।

সে এবার হাইতিতিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অবাক। কী সুন্দর একটা সবুজ উপত্যকা। কতরকমের গাছ। কতরকমের সুন্দর-সুন্দর ফুল ফুটে আছে। দ্বীপের মধ্যে এমন একটা নির্জন অরণ্য গোপনে বিরাজ করছে বাইরে থেকে কেউ ভাবতেই পারবে না। লোকটা দিনের বেলায় বোধহয় এখানেই লুকিয়ে থাকে। রাতে বের হয়ে যায়। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারে না মানুষটা জীবনের এত ঝুঁকি নিয়ে কেন

বাসাগুলি সংগ্রহ করছিল !

এবারে ম্যাণ্ডেলা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে টুপিটা খুলে ফেলল। তারপর বলল, "আমি ম্যাণ্ডেলা। আমাকে তুমি ভয় পাও কেন ! আমার সঙ্গে হাইতিতি আছে জানো !"

বুড়োমানুষটা আর পারছে না। চোখে আতঙ্ক। জ্যান্ত একজন মানুষের বাচ্চা। কথাও বলছে। ঠিক এমনই কণ্ঠস্বর পাহাড়ের মাথায় শুনেছিল। মানুষকে সে বড় ভয় পায়। সে হঠাৎ আবার উঠে পালাতে চাইলে হাইতিতি গিয়ে সামনে দাঁড়াল। হাইতিতির গলার ঘণ্টা নেই। ম্যাণ্ডেলা ওটা তার পকেটে ভরে রেখেছে।

লোকটা বড় বিপাকে পড়ে গেল। এই একটা মানুষের বাচ্চা দেখতে পেয়েছে, সেটা দেখে পালাতে না পালাতে একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা। মাথা ঠিক আছে তো ! ভুল দেখছে না তো ! ক'দিন বড় অসুখে কাতর ছিল। আস্তানায় যা পাখির বাসা ছিল জলে ভিজিয়ে তা খেয়েছে। ভারী সুস্বাদু স্যুপ। কেউ যদি একবার এই আশ্চর্য স্যুপের খবর পায়, তবে দ্বীপ ছেড়ে কোথাও আর যেতে চাইবে না। এই স্যুপের খবর পৃথিবীর একমাত্র মানুষ সে জানে। দ্বীপে পাখিরা আসে ডিম পাড়তে। তখন তার কাজ ডিমগুলি ঠিকমতো ফুটছে কি না দেখা। বাচ্চাগুলোর লালন-পালন করা, ঝড়বৃষ্টি থেকে ছানাগুলোকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করা। পাখিগুলো তাকে ভয় পায় না। বড় বড় ডানাওলা পাখি। এখন তারা সব তার বন্ধু। শীতকাল বলে আসছে না। গরম পড়লেই আসতে শুরু করবে। দ্বীপে তার যত কাজ। শুশুকের বাচ্চা সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ কখনও দ্বীপের উপর ফেলে দিয়ে যায়। সে না থাকলে তারা মরে যেত। সে তাদের আবার গভীর সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে। পাখিরা জানে বুড়োমানুষটা তাদের বন্ধু। কচ্ছপেরা জানে, বুড়োমানুষটা তাদের বন্ধু। এমনকি চিংড়ির ঝাঁক যখন ডিম পাড়তে আসে পাহাড়ের খাঁজ অঞ্চলে, তখন ছোট-ছোট হাঙরের বাচ্চাদের উৎপাত বাড়ে। আর কত সব মাছ, নাম জানে না সে, রাক্ষুসে ট্রাউট মাছ, স্যালমন মাছ কেবল হাঁ করে থাকে। তার কাজ বসে বসে তাদের তাড়ানো। অসহায় মাছগুলোও বোঝে বুড়োমানুষটা তাদের বন্ধু। ভয় পায় না। দেখলে লেজ নাড়ে। তার ছায়া পড়ে সমুদ্রের নীল জলে। অস্তগামী সূর্যের আভায় যখন দ্বীপের মধ্যে জোনাকি জ্বলে তখন সে তারাদের সঙ্গে কথা বলে।

এমন একজন মানুষের পক্ষে ম্যাণ্ডেলাকে দেখলে ভয় পাবারই কথা। এত বড় দ্বীপটায় একার পক্ষে তার সত্যি সুন্দর বাসোপযোগী জায়গা। কিন্তু এই ছোট্ট মেয়েটা এল কোত্থেকে ! ক্যাঙারুর বাচ্চাটা ! এইমাত্র পাহাড়ের মাথায় সে বসে ছিল, এমনও নয় যে কোনো জাহাজ থেকে তারা নেমে এসেছে। এখানে উঠে আসার পর একটা জেলেনৌকাও সে দেখেনি। কতকাল হয়ে গেছে, সে এই দ্বীপটার গাছপালার মতো একটা সচল বৃক্ষ হয়ে গেছে। সে এবং দ্বীপটা ছাড়া পৃথিবীর আর কাউকে সে চেনে না। নিজেকে ছাড়া মানুষের অবয়বে, সে আর কাউকে দেখতে কতদিন থেকে অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভুতুড়ে ব্যাপার। সুতরাং তার কাছে যে তিমিমাছের চোয়ালের দন্ত আছে, সেখানে গিয়ে একবার হাঁটু গেড়ে মানত করা দরকার—"দ্বীপের দেবী, তুমি আমাকে অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি দাও।"

ম্যাণ্ডেলা সব টের পায়। লোকটা কী ভাবছে তাও। সে তার সাদা ফ্রক টেনে লোকটার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। বলল, "আমি ম্যাণ্ডেলা। আমার বাবা জানো নাবিক ছিলেন। তারপর কী জানো, আমার বাবা আর ফিরে আসেননি। বাবার

জাহাজডুবি হয়েছে। মা যে সেই কেমন হয়ে গেল, হাসে না। মা হাসতে ভুলে গেছে। আমার মামা আছে জানো!"

লোকটা কেবল ঢোক গিলছে। যাবে কোথায়! সামনে মানুষের অবয়বে, মেয়েটা, পাশে ক্যাঙারুর বাচ্চার অবয়বে আর একটা। পেছনে পাথরের দেয়াল। সে যেখানেই পালাতে গেছে, দেখছে, কী করে এ-দুটো হাজির। এমনও নয় যে তারা তার পিছু-পিছু ছুটছে। পিছু ছুটলে ভয় থাকত না। সে ছোটবার সময় পেছন ফিরে দু-একবার তাকিয়েছে, কেউ নেই। থামলেই দেখেছে একেবারে শরীর ঘেঁষে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গে কথা বলছে।

সে আমতা-আমতা করতে থাকল।

আবার যেন মূর্ছা যাবে।

ভয় পেয়ে ম্যাগুেলা বলল, "এই এই, তুমি আবার মূর্ছা যাচ্ছ। তুমি কী গো! আমি একটা ছোট্ট মেয়ে, ছোট্ট মেয়েকে কেউ ভয় পায়। তুমি খবর দিতে পার, এ-দ্বীপে জাহাজের কোনো পাটাতন ভেসে এসেছিল কিনা! ভাঙা মাস্তুল। কিংবা এই ধরো যদি কোনো মানুষ! তুমি এখানে কেন! কী করো?"

লোকটা মূর্ছা যেতে যেতে আবার কেমন জ্ঞান ফিরে পেল। সত্যি তো এমন একটা ছোট্ট মেয়েকে তার ভয় পাবার কী আছে! মূর্ছা যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তার চেয়ে বরং মূর্ছা না গিয়ে একটু ধাতস্থ হওয়া যাক।

হাইতিতি হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে লোকটাকে শুঁকতে গেল। চাটতে গেল।

"আ! হাইতিতি, কী হচ্ছে।" তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "কথা বলছ না কেন। তুমি কি বোবা?"

বুড়োমানুষটা তবু কথা বলছে না। কেবল পিছুচ্ছে। যেন ম্যাগুেলা টের না পায়। কিন্তু মানুষটা কেন বোঝে না, নড়লেই তার পাতার পোশাক ঝমঝম করে বেজে উঠে। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শব্দটা।

ম্যাগুেলা বলল, "বুড়োমানুষ, তোমার আলখাল্লাটা আমাকে দেবে? কেমন ঝমঝম বাজনা বাজে। আমাদের জাদুকরের ছিল তোমার মতো একখানা আলখাল্লা।

যখন-তখন ইচ্ছে করলে জেব থেকে বের করে আনতে পারত কাঠবেড়ালি, খরগোশ। কবুতর। সাদা রঙের বিড়াল। রেগে গেলে জাদুকরের কান ফরফর করে নড়ত। নাচত। সে কী ভারী মজার বিষয়। কিন্তু জানো, তার পোশাক নড়লে কোনো বাজনা বাজত না।"

এই কথায় কেমন বুড়োমানুষটার মধ্যে পুলকের সঞ্চার হল। তার এই পোশাক নিজের হাতে তৈরি। গিনি পাতার পোশাক। চামড়ার মতো শক্ত। জুড়ন গাছের আঠা শুকিয়ে সরু সুতোর মতো শক্ত হয়ে গেলে সেতারের তারের মতো বাজে। আঠা বড় বাহারি জিনিস। লাগাবার সময় কখন যে কিছুটা পাতার ফাঁকে লম্বা সুতোর মতো টান টান হয়ে শক্ত হয়ে যায়। নড়লে-চড়লে জলতরঙ্গ বাজনা বাজে। যখন রাতে সুমুদ্রের শোঁ-শোঁ গর্জন বাদে কিছু শোনা যায় না, পাখিরা ঘুমিয়ে পড়ে, আকাশের বুকে শুধু জেগে থাকে নক্ষত্রেরা তখন কখনও মনে পড়ে যায় সে বড় একা। তার ভিতরে একটা কষ্ট তিরতির করে বেয়ে ওঠে। সে দুঃখ ভুলে যাবার জন্য কোনো গ্রাম্যসঙ্গীত গায়। পাথরের উপর নাচে। নাচের তালে তার শরীর থেকে জলতরঙ্গ বাজনা ওঠে।

সে এখন অনেকটা ধাতস্থ। ক্যাঙারুর বাচ্চাটা ওর গা ঘেঁষে ভালমানুষের মতো, একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর মতো বসে আছে। মুখ বাড়িয়ে কুকুরের মতো শুঁকতে যাচ্ছে না। অথবা কুঁই-কুঁই করে লেজও নাড়ছে না। পোষা কুকুরের স্বভাব একেবারে। বুড়োমানুষটা মানুষের যে-কোনো স্বাভাবিক আচরণকেই ভয় পায়। তার ধারণা, এ-সবের মধ্যেই সে লুকিয়ে রাখে তার ধারালো ছুরিটা। কখন দেঁতো হাসি হেসে বলবে, "ফায়ার!"

কতদিন পর তার এই শব্দটা মনে হল। ফায়ার। নিরীহ মানুষকে খুন করার নির্দেশ। সে যেন কথাটা মনে করতে পেরে আবার পাগল হয়ে যাবে। এটা হলেও তার নাচতে হয়। নাচলে পাগলের আক্রমণ থেকে সে রক্ষা পায়। জোব্বার ভেতরে থাকে একটা নল। সে সেটা ফুটো করে বানিয়েছে সুন্দর একটা ফ্লুট। পাগলের আক্রমণ ঘটছে টের পেলেই তাড়াতাড়ি সে ফ্লুটটা বের করে নেয়। তারপর ফ্লুটটা বাজায় আর নাচে। এভাবেই সে এতকাল এই দ্বীপটায় তার মস্তিষ্কে যে মাঝে-মাঝে 'ফায়ার' কথাটা শুনলে পাগলের আক্রমণ ঘটে থাকে তা থেকে রক্ষা পায়।

আর ভাবামাত্রই কাজ শুরু হয়ে যায়। বুড়োমানুষটা দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর জোব্বার ভেতর থেকে বের করে আনে লম্বা একটা নল। আঙুলের বড় বড় নখের ভেতর ফ্লুটের ফুটো অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর ম্যাগেুলা দেখতে পায় সুন্দর এক সুর বাঁশিতে বাজিয়ে যাচ্ছে বুড়োমানুষটা। নাচছে। পা তুলে, লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে। কেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। হাইতিতি বাজনা শুনে স্থির থাকতে পারছে না। ম্যাগেুলা নিজেও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠছে। হাইতিতি লেজে ভর করে তালে তালে নাচ শুরু করে দিয়েছে। সেও কেমন মিউজিকের সঙ্গে পা তুলছে, পা নামাচ্ছে। বুড়োমানুষটার বোধহয় এখন খেয়ালই নেই তাকে কেউ তাড়া করছিল। ওর আলখাল্লা লোটাচ্ছে। উঁচু-নিচু পাথর থেকে আলখাল্লা ওঠা-নামার সময় মিউজিক আশ্চর্য তরঙ্গ তুলে কেমন আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। ম্যাগেুলা আর পারছে না। সেও নাচছে। মানুষটা পাহাড়ের খাদ থেকে বের হয়ে নাচছে। লাল ক্যাকটাসের নীচে দাঁড়িয়ে নাচছে। আনারসের ক্যাকটাসগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হচ্ছে। মারিজুনা পাখিরা তখন দলে দলে

উড়ে আসতে থাকল। উড়ে আসতে থাকল শঙ্খচিল, উড়ে আসতে থাকল রবিন পাখির দল। উড়ে আসতে থাকল প্রজাপতি। অ্যালবাট্রস পাখিরা।

ম্যাণ্ডেলা নাচছে। কোনো ক্লান্তি নেই। একজন বুড়োমানুষ একটা নির্জন দ্বীপে এমন সঙ্গীতমালা সৃষ্টি করে যাচ্ছে, কেউ তার সাক্ষী নেই। ম্যাণ্ডেলা ভাবল, বুড়োমানুষটাকে নিয়ে যেতে হবে তাদের ছোট্ট শহরে। এই বাজনা, পাইন-ফেস্টিভ্যালের দিনে বাজাতে পারলে, আবার তাদের সেই জাদুকর বসন্তনিবাসের কথা সবাই মনে করতে পারবে। সে যে অনায়াসে একজন শিশুকে দিতে পারে পালকের টুপি, আর রুপোলি ঘণ্টা, বিশ্বাস করাতে পারবে তবে মানুষজন।

ম্যাণ্ডেলা নাচছে। হাইতিতি নাচছে। ঘুরে ঘুরে নাচছে। বুড়োমানুষটা ফ্লুট বাজাচ্ছে। সেও নাচছে।

ও মা! এ কী তাজ্জব ব্যাপার। সমুদ্রে ওগুলো অতিকায় কী সব ভেসে উঠেছে। মনস্টার! ম্যাণ্ডেলা চিৎকার করে উঠল, "বুড়োমানুষ, দেখো, দেখো কারা এগিয়ে আসছে", বলতে বলতে ম্যাণ্ডেলা মূর্ছা গেল।

বুড়োমানুষটার এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে এল।

॥ পাঁচ ॥

বুচার বলল, "দেখো লুসি, তোমাকে একটা কথা বলছি। মন দিয়ে শোনো। আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে। আমি আর দৌড়ঝাঁপ করতে পারি না। দু-বার তো দেখলে, তোমাদের ফাঁকি দিয়ে ম্যাণ্ডেলা কীভাবে ভেগে পড়ে। ওয়াকাকে আর ভেড়ার পাল সামলাতে পাঠাবে না। ওয়াকার মা যেমন বাড়ির কাজকর্ম করে, ওয়াকা তেমনি ম্যাণ্ডেলাকে লক্ষ রাখবে।

লুসির কান্না-কান্না মুখ। এটা অবশ্য এখন নয়। যখন খুব ছোট ছিল লুসি তখন ও একটুতেই বিচলিত হয়ে পড়ত। এজন্যই বোধহয় তার এই ছোট্ট বোনটাকে সারা জীবন ধরে দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কেমন বোকাগোছের। বোকাগোছের বলবেন, না ভালমানুষ বলবেন বুঝতে পারছেন না। মাঝে-মাঝে তিনি বোনের প্রতি খুবই খেপে যান। একজন জাহাজি মানুষকে বিয়ে করাতেও খেপে গিয়েছিলেন। তবে রাগ বেশিদিন পুষে রাখতে পারেন না। নির্বোধ বোনটার জন্য তার বড় কষ্ট। নিজে বিয়ে-থা করলেন না। ম্যাণ্ডেলা আর এই লুসিই তার সব কাজকর্মের প্রেরণা। গতবার ম্যাণ্ডেলা ফিরে এলে চুপি-চুপি লুসিকে বলেছিলেন, "শোনো, এখন থেকে ওকে রাতে ঘরে আটকে রাখবে। ঘরের বাইরের ছিটকিনি তুলে রাখবে।"

বুচার বললেন, "সকালে কী দেখলে ?"

"দরজা খোলা। ম্যাণ্ডেলা নেই।"

"ছিটকিনি বাইরে থেকে বন্ধ করেছিলে ?"

"করেছিলাম।"

"ঠিক করেছিলে কিনা ভেবে দেখো।"

এখানেই যত গণ্ডগোল লুসির। দাদার ধমক খেলে মাথা কেমন গুলিয়ে যায়। সব আর ঠিক-ঠিক মনে করতে পারে না।

"করেছিলে ?"

"আমার তো মনে হয় করেছি।"

"লুসি, কী বলব তোমাকে! দু-বারেও শিক্ষা হয়নি। বলছ কিনা মনে হয় করেছ। এটা একটা কথা হল! পুলিশ শুনলে কী বলবে! বলবে না আগে ঘর সামলান মশাই, পরে এয় আই আর করবেন।"

গতবারও বুচার চেয়েছিলেন, বোন আর ভাগ্নিকে পাশের উপত্যকায়, যেখানে তিনি থাকেন, সেখানে নিয়ে তুলবেন। কিন্তু লুসি রাজি না। জাহাজি মানুষটা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে কত সব দুর্লভ গাছপালা এ-বাড়িটাতে

বড় করে তুলেছে। সে নিখোঁজ। কিন্তু গাছগুলিও তো আছে। লুসি এর সান্নিধ্যে কেমন তার স্বামীর অতীত স্নেহ-ভালবাসা খুঁজে পায়।

বুচারও যে সেটা বোঝেন না তা নয়। তিনিই কি রাজি হবেন তার বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে! একটা বাড়ি তো আর মানুষের শুধু বসবাসের জায়গা নয়—তার সঙ্গে কতরকমের স্মৃতি জড়িত থাকে। বললেই আর বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া যায় না। তবে মানুষ তো তবু ঘরবাড়ি ছেড়ে যায়—সেখানে নতুন কোনো আগ্রহ জন্মানোর অবকাশ থাকে। জাহাজি মানুষটা যেমন নিজের হাতে বাড়িটাকে সাজিয়েছে, তিনিও তেমনি, নিজের পছন্দমতো বাড়িটার চারপাশে গাছপালা থেকে ফুলের গাছ সব লাগিয়েছেন। তিনিই বা নিজের বাড়ি ছেড়ে বোনের বাড়িতে চলে আসেন কী করে! দ্বিতীয়বার ম্যাগুেলা ফিরে আসার পর প্রতি রাতে ঘুমোতে যাবার আগে ফোন করতেন, "লুসি।"

"হ্যাঁ দাদা, আমি।"

"দেখেছ?"

"দেখেছি।"

মাস দুয়েক যাবার পর বুচারের নিজেরই শেষে মাঝে-মাঝে ভুল হয়ে যেত। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে মনে হত, আরে লুসিকে তো জিজ্ঞেস করা হয়নি, তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে ফোনটা তুলে মাঝ রাতেই প্রশ্ন, "দেখো, দেখে নাও।"

লুসি জানে, মাঝরাতে একমাত্র দাদাই তাকে ফোন করতে পারে। সে তবু উঠে যেত। ম্যাগুেলা ছোট্ট পরিষ্কারমতো সাদা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে দেখতে পেত। কারণ দেখে না এসে বললে তিনি বিশ্বাসই করবেন না।

তারপর যা হয়, সময় যায়। কড়াক্কড়ি কমে। লুসি আজ সত্যি মনে করতে পারছে না সে কাল ম্যাগুেলা ঘুমিয়ে পড়লে ছিটকিনি তুলে দিয়েছিল কি না। মেয়েও হাড়-বজ্জাত। কাউকে পাশে শুতে দেবে না। সঙ্গে একঘরে থাকতে দেবে না। তার নাকি কোনো ভয়ডর নেই। জাদুকর বসন্তনিবাস যার বন্ধু তার পক্ষে কোনো ভয় থাকার কথা নয়।

বুচার বললেন, "যাকগে, আমি ভাবছি ম্যাগুেলা ফিরে এলে কোনো কনভেন্টে দিয়ে দেব।"

"না না দাদা। ওখানে ও আরো বেপরোয়া হয়ে যাবে। ও চলে গেলে আমি ভারী একা হয়ে যাব।"

তারপরই বুচার কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আসলে খেপে গিয়ে তিনি কনভেন্টের কথা তুলেছেন। নিজেও বুঝতে পারছেন না ম্যাগুেলাকে নিয়ে কী যে করা যায়! স্কুলে ওয়াকা দিয়ে আসে। হাত ধরে। ওয়াকার মা বিকেলে নিয়ে আসে। তারপর খেলতে যায় বেলাভূমিতে। তখনও ওয়াকা পাহারায় থাকে। এত চোখে-চোখে রাখাও তো কঠিন সমস্যা।

তারপর বুচার ভাবলেন, ম্যাগুেলা সত্যি যদি একবার ফিরে না আসে। মাথাটা তারও কেমন করছে। তিনি বেতের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। দেখলেন ম্যাগুেলা সামনে যেন দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, "মামা, সে কী মজা বুঝবে না! মানুষ কতদিন থেকে বাতাসে ভেসে যেতে চেয়েছে। কত কিছু বানিয়েছে মানুষ। তবু বাতাস কেটে সাঁতার কাটা যায় না। ভাবো তো, তুমি বাতাস ফুঁড়ে চলে যাচ্ছ—যেখানে খুশি যেতে পারছ!"

হঠাৎ বুচার বলে উঠলেন, "থাম, থাম বলছি।" আরে কার সঙ্গে কথা বলছেন! আসলে গতবার ম্যাগুেলা ফিরে এসেছে খবর পেয়েই ছুটে এসে দেখেছিলেন, সে ছড়া কেটে সিলভার ওক গাছটার চারপাশে

বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। আর আশ্চর্য, ছড়াটায় ছিল সিমন বলে এক ব্যক্তির নাম। সে সিমন না বলে ম্যাজিসিয়ান বলছে। এতে তাঁর খুবই রাগ বেড়ে গেছিল। জাদুকর সত্যি মেয়েটির মাথা খেয়েছে। উঠে গিয়ে তিনি ম্যাণ্ডেলার হাত চেপে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, "ওহ, নো, নো। ম্যাণ্ডেলা তুমি ভুল বলছ। ম্যাজিসিয়ান হবে না। সিমন হবে। সিম্পল সিমন!"

কিন্তু ম্যাণ্ডেলার মনে ঘুরে আসার এক আশ্চর্য রেশ এখনও জেগে আছে। সে শুনবে কেন মামার কথা! তার তো এখন মনে হচ্ছে সব মানুষই চায় খোকা-খুকির মতো উড়ে বেড়াতে। চাই একজন শুধু জাদুকর। তাঁকে আগে ম্যাণ্ডেলা যমের মতো ভয় পেত। মনে হচ্ছে তিনি আর তার মামা নন। একটা স্পন্‌জ। সব মামারাই তাই। এক বড় আশ্চর্য পৃথিবীর খবর তার কাছে আছে। সে মামার আর্তনাদ গ্রাহ্য করল না। সে আগের মতোই সিমন না বলে ম্যাজিসিয়ান বলে যেতে থাকল।

কথা শুনছে না ম্যাণ্ডেলা। সেই উন্মাদ লোকটাকে কাছে পেলে তিনি যেন তার চিকিৎসা না করে জেলে পুরে দিতেন। বাচ্চাদের এভাবে মাথা খাওয়া তো দণ্ডনীয় অপরাধ। তিনি রেগে কাঁই। তার খেয়ালই হয়নি, উত্তেজনার বশে তিনি মাথার টুপি খুলে রাখতে ভুলে গেছেন। সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে সেই টুপিটাও কখন উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর আশ্চর্য, বাতাসে টুপিটা উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে এগমন্ট পাহাড়ের দিকে।

ম্যাণ্ডেলা হাতে তালি বাজিয়ে বলেছিল, "মামার টুপি জাদুকর নিয়ে পালাচ্ছে।"

॥ ছয় ॥

ম্যাণ্ডেলা মূর্ছা যেতেই বুড়ো মানুষটার নাচ থেমে গেল। তার জোব্বা থেকে যে বাজনা বাজছিল থেমে গেল। পাখিরা উড়ে যেতে থাকল সমুদ্রে। সানফিশের ঝাঁক বাজনা শুনে সমুদ্রে যারা ভেসে আসছিল তারাও ডুবে যেতে থাকল। কতরকমের যে মাছ আর পাখি ওই দ্বীপের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়! মাঝে মাঝে তারা পৃথিবীর এক আশ্চর্য সঙ্গীতমালা শুনতে পায় ওই দ্বীপে—তখন তারা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

হাইতিতি ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। সে বুঝতে পারছে ম্যাণ্ডেলার কিছু হয়েছে। বুড়ো মানুষটা ঝুঁকে আছে ম্যাণ্ডেলার মুখের কাছে। তারপর সে তিনমুখো লাউ-ক্যাকটাসের হলুদ ফুল নিয়ে এল একটা। ওর ভেতর থাকে ফোঁটা ফোঁটা মধু। বুড়োমানুষটা, আঙুলে ঘি তোলার মতো করে ফুলের ভিতর থেকে সেই মধু তুলে ম্যাণ্ডেলার ঠোঁটে লাগিয়ে দিতেই কেমন চোখ মেলে তাকাল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। সে বুঝতে পারছে না এভাবে বালিয়াড়িতে পড়ে আছে কেন। বুড়োমানুষটাকে দেখেই চিনতে পারল। হাইতিতি পাশে গোমড়া মুখ করে বসে আছে।

তার সব মনে পড়ল। কী হতকুৎসিত সব মনস্টার এগিয়ে আসছিল। জীবনেও সে এমন হতকুৎসিত প্রাণী দেখেনি। সে উঠে বসল ঠিক, কিন্তু আবার দেখতে হবে ভেবে সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছে না। সে তো তিমি মাছ দেখেছে। একবার এক কাপ্তানকে বোকা বানিয়ে জাহাজ থেকে নিয়ে এসেছিল এক প্লেট স্যাণ্ডউইচ। প্রথমে ভেবেছিল, মাস্তুলের ডগায় বসে খাবে, পরে মনে হয়েছে, না আর কিছুটা উড়ে যাওয়া যাক। কোনো দ্বীপ-টিপে বসে ব্রেকফাস্ট সারবে। হাইতিতিরও খিদে পেতে পারে। কিন্তু কিছুদূর আসতেই সে দেখেছিল, অতিকায় একটা নীল তিমি

ভেসে রয়েছে। ব্রেকফাস্ট সারার মন্দ জায়গা না। হাইতিতিরও ইচ্ছা একবার ছোট দ্বীপটায় নামে। সে তো বোঝে না, ওটা দ্বীপ না মাছ। বুদ্ধু আর কাকে বলে!

কিন্তু ওগুলো সে কী দেখল! অতিকায় মুখ শুধু। বাবার এনে দেওয়া বইয়ে সে তিমিমাছ দেখেছে। তিমি চিনতে কষ্ট হয় না। হাঙর চিনতে কষ্ট হয় না। বড় বড় স্যালমন মাছ তো ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে দেখেছে। ডলফিনের ঝাঁকে সে একবার নিজেই নেমে গেছিল। হাইতিতিকে নিয়ে সমুদ্রে সাঁতার কেটেছে। ডলফিনদের স্বভাব বড় কোমল। তারা সবাইকে ভালবাসে। বাচ্চা ডলফিনগুলি তাকে দেখে হুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছিল। হাইতিতিকে সুড়সুড়ি দিয়ে এমন হাসিয়েছিল যে, বেচারা ডুবেই মরত।

তবে ওগুলো কী!

বড় বড় পিপের মতো দেখতে। অতিকায় পিপে বলা যায়। দুটো লাল চোখ। জ্বলছে। মাছ এমন হয় না। কোন প্রাণী এমন হয় সে জানে না। তার তো ভয় পাবারই কথা। বাঘ-সিংহকে সে ভয় পায় না। কারণ বইয়ে বাঘ-সিংহের ছবি আছে। প্যান্থার আছে তাদের শহরের ছোট্ট চিড়িয়াখানায়। অজগরও আছে। এমন-কি সে লাউডগা সাপও চিনতে পারে। তাদের মধ্যে নেমেও যেতে পারে সে। গা শিরশির করে ঠিক—তবে তারা তাকে এবং হাইতিতিকে কামড়ায় না। দেখতে না পেলে কামড়াবে কী করে!

চেনা-জানা প্রাণীদের সেজন্য সে ভয় পায় না। কিন্তু ওগুলো কী! কেন ভেসে আসছিল। ওরা কোথায়!

ওমা! অবাক! দেখল, ঠিক আগের নিরিবিলি সমুদ্র। একটা মাছও নেই, পাখিও নেই। আর ছোট খুদে বা অতিকায়, ভিরমি খাবার মুখে তার মনে নেই—যেন অতিকায় এক-একটা ফোটকা মাছ। কিন্তু ফোটকা মাছের তো লেজ থাকে। ওদের যেন তাও ছিল না। তার একটিই ভয়, সে আবার অন্য কোনো জাদুকরের কোলে না উড়ে যায়। কার কত ক্ষমতা সে জানবে কী করে! জীবনে তো সে মাত্র একজন জাদুকরকেই দেখেছে। ওস্তাদ জাদুকর, হেরে জাদুকর, কুটিল জাদুকর, মায়াবী জাদুকর—জাদুকরের সীমা-সংখ্যাও তো কম নেই পৃথিবীতে। বসন্তনিবাসই বলেছিল, এমন এমন সব জাদুকর আছে যারা ইচ্ছে করলে ম্যাগুেলাকে শিল-নোড়া বানিয়ে রাখতে পারে। লঙ্কা বাটতে পারো তার উপর। তখন কেবল চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। তবে কি সে আর একটা জাদুকরের দেশে এসে গেছে। মায়াবী সব দৃশ্য চোখে বুঝিয়ে দিচ্ছে—তোমার পালকের টুপি আছে, আমার আছে পাতার পোশাক। দেখো না কী করি। সঙ্গে সঙ্গে ফের মূর্ছা।

বুড়ো মানুষটা এবারে বলল, "এই, তুমি আবার মূর্ছা গেলে কেন। ওঠো।"

"না আমি উঠব না। তুমি মায়াবী জাদুকর।"

"আরে না না, আমি জাদুকর নই। তোমার নাম কী! কীভাবে এলে!"

"হ্যাঁ, কীভাবে এলাম লিখে নাও! আমি বুঝি না, তুমি কী করতে চাও।"

"তুমি তো ছোট্ট খোকি! কী সুন্দর তুমি দেখতে। তোমাকে দেখে আমার আবার কতদিন পর নাচতে ইচ্ছে হয়েছে।"

"আমি নাচব না। বাড়ি যাব। এই হাইতিতি, চল রে। দেখবে কেমন উড়ে যাই," বলেই ম্যাগুেলা পকেট খুঁজতে গিয়ে অবাক, পালকের টুপি নেই, রুপালি ঘণ্টা নেই। ম্যাগুেলা ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল। ফ্রক ঝেড়েঝুড়ে দেখল, না কোথাও নেই পালকের টুপিটা। রুপালি ঘণ্টাও উধাও।

"আহা কী হয়েছে ! আরে কাঁদছ কেন ? কান্নাকাটি আমার ভাল লাগে না। সংসার জুড়েই তো সবার কান্নাকাটি। একটু হাসো ! হাসো বলছি।"

"তুমি জাদুকর ?"

"ধুস্, আমি জাদুকর হতে যাব কেন ! ট্যা রে রা রা," বলতে বলতে বুড়ো মানুষটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এমন একটা দৈত্যের মতো মানুষ কেমন শিশুর মতো পড়ে আছে। ধোঁকা দিতে চায় না তো। সে উঠে বসল। হাইতিতি লেজের উপর খাড়া হয়ে বুড়োটাকে দেখছে।

ম্যাঙেলার মাথায় যে কী হল কে জানে ! সে হঠাৎ লোকটার কলার ধরে ঝাঁকাতে থাকল। বলতে থাকল, "তুমি আমার পালকের টুপি চুরি করেছ। দাও বলছি। আমি আর আসব না। কখনও আসব না। দাও।"

"কী দেব ?"

"বারে, জানো না। আমি কিন্তু এবার বসে বসে কেবল কাঁদব।"

"কাঁদবে কেন ?"

"ওটা না পেলে বাড়ি যাব কী করে ! তুমি জানো না বাবাকে খুঁজতে বের হয়েছি। আমার বাবাটা কোথায় যে আছে ! দাও। তুমি যা বলবে তাই করব। দাও। রুপোলি ঘণ্টাটা দাও। হাইতিতি এখানে পড়ে থাকলে তোমার খুব মজা না ! ও হতে দিচ্ছি না। দেবে কি না বলো !"

"আমি বুঝতেই পারছি না, পালকের টুপি, রুপোলি ঘণ্টা—এ সবের মানে কী !" বলেই সে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকল। আর বলতে থাকল, "রাইট লেফট। কুইক মার্চ। অ্যাবাউট টার্ন !"

"ভারী পাজি তো লোকটা। সব নিয়ে পালাচ্ছে।" ছুটতে গিয়ে একটা ক্যাকটাসে ম্যাঙেলার ফ্রক আটকে গেল।

"এই হাইতিতি, ছুটে যা। বুড়োটা পালাচ্ছে। শিগ্‌গির যা।"

হাইতিতি লম্বা লেজের উপর ভর করে ধাঁ করে একটা দৌড় মারল। বুড়ো মানুষটির পেছন থেকে পাতার পোশাক কামড়ে ধরল। খাবলা মেরে কিছুটা ছিঁড়েও ফেলল।

"আরে জ্বালা হল দেখছি !" বুড়োমানুষটা পেছন ফিরে তাকাল ! তারপর ম্যাঙেলা কাছে এলে বলল, "এটা ঠিক হল ? কত কষ্ট করে একখানা পোশাক বানিয়েছি। ওটা তোমার হাইতিতিটা দিলে ছিঁড়ে। শীতে আমি কষ্ট পাব না। তোমার কোনো মায়া-দয়া নেই। তোমরা এলে কী করে দ্বীপটায় বললে না তো। চর নও তো। আমাকে ধরিয়ে দেবার ফাঁদ পাতছ।"

"আমরা তোমাকে ধরিয়ে দেব কেন !"

"কী জানি। আমাকে খুঁজছে। আমাকে তোমরা আর যাই করো ধরিয়ে দিও না। লক্ষ্মী মেয়ে। যা বলবে করব।"

"তাহলে দাও ফিরিয়ে সব।"

"আমি কিছু নিইনি। সত্যি বলছি। তিন সত্যি। যিশুর দিব্যি।"

"ও বুঝি না ! তোমাকে দিতে হবে। তুমি মায়াবী জাদুকর। কোত্থেকে ওরা ভেসে এল বলো ?"

"কারা ?"

"ঐ যে পিপের মতো ভেসে-ভেসে ঝাঁকে-ঝাঁকে আসছিল।"

এতক্ষণে বুড়োমানুষটা মনে করতে পারল, তার বাজনা শুনে আবার তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

সে এবার বসে পড়ল একটা মসৃণ পাথরের উপর। বলল, "ওগুলো সানফিশ। তা নীল রঙের। বিশ্রী দেখতে। তুমি ছোট খোকি ভয় পাবার কথা।"

"এত বড়-বড় পিপে।"

"তা দু-টনের মতো ওজন হয়। বড় তো হবেই।"

"সত্যি বলছ ?"

"আমি মিছে কথা কেন বলব ! কার সঙ্গে বলব। তোমরা কী করে এলে। পাখির বাসাগুলি ভুতুড়ে হয়ে যায় কী করে ! ওরা ভেসে থাকে কী করে !"

ম্যাণ্ডেলার দুষ্টুমির আগ্রহ বেড়ে গেল। সে ছোট হলেও সব বোঝে। লোকটার মধ্যে একটা ভুতুড়ে ভয় কাজ করছে। এই ভয়টা দেখিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে।"

সে বলল, "ওগুলো ফিরিয়ে না দিলে আবার দেখবে পাখির বাসা বাতাসে ভেসে ভেসে তোমার কাছে চলে আসবে। শিগ্‌গির দাও।"

এটা শুনেই বুড়ো লোকটা দৌড় লাগাল।

ম্যাণ্ডেলা বলল, "আরে না না। তুমি যেও না।" হাইতিতিও মজা পেয়ে গেছে। সে ছুটছে, বুড়োমানুষটাকে ধরবে বলে।

ম্যাণ্ডেলা ডাকছে, "ওরা আর আসবে না। তুমি যেও না। আমার পালকের টুপি নিয়ে গেলে আমি আর বাড়ি ফিরে যেতে পারব না। মা আমার জন্য কান্নাকাটি করবে।"

'মা' কথাটি শুনেই লোকটা আর দৌড়ল না। কেমন ধীরে-ধীরে হাঁটু গেড়ে পাথরের উপর বসে পড়ল।

ম্যাণ্ডেলা কাছে গিয়ে দেখল বুড়োমানুষটার চোখ থেকে জল টপ্ টপ্ করে পড়ছে। আর বিন্দু-বিন্দু হয়ে পাথরে মুক্তো হয়ে যাচ্ছে।

সে বুড়োমানুষটার হাঁটুর কাছে উবু হয়ে বসল।

"তুমি কাঁদছ ?"

বুড়োমানুষটার সাদা দাড়ি নড়ে উঠল। সাদা ভ্রূ কাঁপতে থাকল।

"তুমি কাঁদছ কেন !"

বুড়ো লোকটা জামার আস্তিনে চোখের জল মুছে বলল, "কারা তোমাদের পাঠিয়েছে ! বলো কারা ? সত্যি করে বলো। মানুষ দেখলে ভয় পাই। কিন্তু তোমার মতো ছোট্ট খোকি দেখে আবার কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। তোমার মা আছে না ?"

"হ্যাঁ মা আছে। মামা আছে। মামাটা বিশ্বাসই করে না, পৃথিবীতে জাদুকর থাকে। জাদুকর ইচ্ছে করলে শিল-নোড়া বানিয়ে রাখতে পারে। তুমি সত্যি করে বলো, জাদুকর নও তো !"

"আমি জাদুকর হলে সব যুদ্ধবাজদের মাথা ঠুকে দিতাম জানো !"

যুদ্ধবাজ কথাটা ম্যাণ্ডেলা নতুন শুনল।

"ওরা কী করে ?"

"মানুষ মারে।"

"বাঘ ওরা ?"

"আরে না। বাঘ হবে কেন। ওর তো মায়া-দয়া আছে। খিদে না পেলে খায় না। যুদ্ধবাজরা কেবল ছুরিতে শান দেয়। লোকের মুণ্ডু কেটে নেয়।"

ম্যাণ্ডেলার খুব রাগ হল যুদ্ধবাজদের উপর। সে বলল, "ওরা তোমার কী করেছে ! আমি ওদের মাথার টুপি খুলে নেব। টুপি খুলে নিলে মানুষের ন্যাড়া মাথা।"

বুড়ো লোকটি এবার কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। বলল, "তোমাদের কে পাঠিয়েছে বলো ?"

"কেউ না। বলছি না বাবাকে খুঁজতে এসেছি। আমার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। মানুষের বাবা না থাকলে কী কষ্ট বলো।"

আবার বুড়ো মানুষটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

ম্যাণ্ডেলা বলল, "তুমি খোকি আছ ! প্যানপ্যানে কান্না। যা বলছি বলো। কোথায় রেখেছ পালকের টুপি ?"

মহা বিড়ম্বনা। কিছু বলছে না। এবারে চোখের ফোঁটা আরও বড় হয়ে পড়তে

থাকল। আর পাথরে পড়েই মুক্তা হয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকল। এর মধ্যে দুটি বড় সুন্দর পাথর ম্যাগুেলা দেখতে পেয়ে জেবে পুরে ফেলার সময় বলল, "ও দুটো নিলাম। রাগ করছ না তো ?"

"না না। যুদ্ধবাজদের ছাড়া আমি কাউকে ঘৃণা করি না। আচ্ছা খোকি, তুমি সত্যি খোকি আছ !"

"আমি খোকি হতে যাব কেন। আমি ম্যাগুেলা।"

"ম্যাগুেলা,যুদ্ধ কবে শেষ হবে জানো !"

যুদ্ধ শেষ হবে কবে ম্যাগুেলা বুঝতেই পারেনি। হ্যাঁ, এই ক'দিন আগে বুচারমামা বলছিল, একটা যুদ্ধ কোথায় হয়ে শেষ হয়ে গেছে। লোকটা যুদ্ধ-যুদ্ধ করছে কেন বুঝতে পারছে না।

আর ম্যাগুেলা দেখেছে, ওদের গির্জার কাছে শান্তির মিছিল। সেটা তো যুদ্ধের জন্য নয়। কী এক মারাত্মক জিনিস মানুষের হাতে চলে এসেছে—তাতে করে নাকি, তাদের সুন্দর শহরটাকে নিমেষে ভস্ম করে দিতে পারে। মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কী করে। বড়-বড় পোস্টারে সে দেখেছে শিশুদের ছবি। ঠিক তার মতো ছোট্ট বালিকার দু' হাতে দুটো পুতুল। দুই দেশের যুদ্ধবাজ নেতার মুখ পুতুলে আঁকা। শিশুটি তাদের মাথা ঠুকে দিচ্ছে। বলছে নটি বয়, আর দুষ্টুমি করবে ! ম্যাগুেলা তার যতটুকু জানা আছে, লোকটাকে আশ্বস্ত করার জন্য সব বলল।

তারপর বলল, "এবারে দাও পালকের টুপিটা !"

"আমি নিইনি। সত্যি বলছি। আমরা যখন নাচছিলাম, তখন কোথাও পড়ে যায়নি তো !"

"তাহলে কী হবে ?"

"কেন, আমরা খুঁজব।"

"এত বড় দ্বীপটার কোথায় কখন নেচেছি, কোথায় পড়ে গেল !" ম্যাগুেলার আবার কান্না-কান্না মুখ।

বুড়োলোকটা বলল, "কাঁদছ কেন ? দ্বীপটায় তোমাকে আমি নিয়ে যাব। তুমি ওখানে থাকবে। হাইতিতি থাকবে। বয়স হয়ে গেছে—কবে মরে যাব ঠিক নেই। দ্বীপটায় সব আছে। তোমাকে আমি সব চিনিয়ে দেব। মুখ গোমড়া করে রাখলে আমার ভাল লাগে না।"

আসলে বুড়োলোকটা এই চায়। ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র আঁটছে। ম্যাগুেলা বলল, "আমি যাব না। মার কাছে যাব।" তারপর ফ্যাকফ্যাক করে কান্না ! "কান মলছি, যদি আর আসি। হাইতিতিটা বুঝতেও পারছে না, দ্বীপটায় তারা আটকা পড়ে গেছে।" সে নিজেই এবার খুঁজতে থাকল, "কোথায় পড়ল তবে !"

বুড়োলোকটা বলল, "পালকের টুপিটা এত তোমার দরকার।"

"বা রে,ওটা না থাকলে আমি যাব কী করে ! ওটা পরলে উড়ে যেতে পারি ! যেখানে খুশি যেতে পারি।"

"আমারও যে চাই একখানা পালকের টুপি।"

"তুমি কী করবে ও দিয়ে। ও তো ছোটরা পায়। বড়দের দেওয়া হয় না।"

"কেন দেওয়া হয় না ! কী দোষ !"

"আরে বাবা দোষের কথা বলছি না। দোষ কেন হবে। বড়রা যাবে কোথায়। ওদের শেকড়-বাকড় আটকে থাকে না মাটিতে।"

ম্যাগুেলার নিষ্পাপ মুখ, সরল বিশ্বাস দেখে কেমন মুহ্যমান হয়ে গেল মানুষটা। তারপর মনে হল হতেই পারে। না হলে গভীর সমুদ্রে সে যখন জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিল তখন তো তার মরে যাবার কথা। সে এল কী করে দ্বীপটায় ! পায়ের জখমই বা সেরে গেল কীভাবে। তার তো মনে আছে, সে উঠে দেখেছিল, একটি নির্জন দ্বীপের বালিয়াড়িতে পড়ে আছে। সমুদ্রে থাকে

কত হিংস্র হাঙর। কেউ তাকে ছুঁয়েও দেখেনি। কেবল দেখেছিল, দূরে একঝাঁক ডলফিন। তারাই কি পাহারা দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিল। এই থেকে এক মায়া প্রাণীজগতের প্রতি। সে তখন একটা চিংড়িমাছও পুড়িয়ে খায় না। প্রথম প্রথম খেতে হত—পরে সে পাখির বাসা খোঁজ পেয়ে একদিনও খায়নি। বাসাগুলি তৈরি পাখির মুখের লালা থেকে। জলে ভিজিয়ে রাখলে সুন্দর স্যুপ হয়। কচ্ছপের খোলের এক খোল হলে তার দু-তিন দিন চলে যায়। সে দ্বীপটায় হাজির হয়ে প্রথমে ভেঙে পড়লেও পরে মনে পড়ে গেছে সব তার। দ্বীপটা তাকে এক মায়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এর ঘাসের উপত্যকা, ছোট্ট অরণ্য, অসংখ্য পাখি, লাল নীল ক্যাকটাস যেন পৃথিবীর সুদূরতম একটা গ্রহাণু। সে প্রায় রাজার মতো এখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। কেউ শাস্তি দেয় না। কম্বল প্যারেড করায় না। অলৌকিক কোনো মহিমা না থাকলে এমন একটা দ্বীপে সে আসে কী করে! ম্যাণ্ডেলারও থাকতে পারে—নিষ্পাপ সরল মেয়েটির কাছে এমন কিছু থাকাই স্বাভাবিক।

সে বলল, "ওদিকে না ম্যাণ্ডেলা। এখন খুঁজে লাভ নেই। চলো বরং আমরা আগে স্নান-টান সেরে কিছু খেয়ে নি।

"কী খাব!"

"ঘাসের বীজ থেকে মণ্ড হয়। হলুদ ক্যাকটাসের ফুলে মধু হয়। পিঠে বানিয়ে দিতে পারি।"

"ভগবানের দিব্যি করে বলো তুমি আমাকে শিল-নোড়া বানিয়ে রাখবে না।"

"আমি জানিই না ওসব। ভগবানের দিব্যি। হল তো। এসো। আমারও খুব খিদে পেয়েছে। তোমাকে পেয়ে কী নাচটাই নাচলুম! খিদের দোষ কী!"

বুড়োমানুষটা কী ভাবে, ম্যাণ্ডেলা ঠিক টের পায়। বুড়োমানুষটা যদি ষড়যন্ত্র করত তবে সে ধরতে পারত। একবারও তেমন কিছু মনে হয়নি। কোনো দুষ্টুবুদ্ধি নেই। বুড়ো মানুষটা বড় তাড়াতাড়ি হাঁটে। ওর সঙ্গে ম্যাণ্ডেলা হাঁটতে গিয়ে বার বার পিছিয়ে পড়ছে। সে দৌড়ে নাগাল পায়। মাঝে মাঝে সে রেগে যায়। বুচারমামার সঙ্গে হাঁটতে গিয়েও দেখেছে, কিছুতেই নাগাল পায় না। দৌড়ে ধরে ফেলতে হয়। জাদুকর বসন্তনিবাসের ছিল একই ধরনের হাঁটা। ভাল মানুষরা এ-ভাবেই হাঁটে। কূটবুদ্ধি থাকলে হাঁটায় গোলমাল থাকত। সে দৌড়ে গিয়ে বুড়োমানুষটার হাত ধরে বলল, "আর কদ্দুর।"

"এই তো, দেখছ না। সামনে পেল্লাই গাছটা। তার নীচে আমি থাকি।"

"তাই তো! কী বড় গাছ!"

সে বলল, "ওটা কী গাছ!"

"বাওবাব গাছ।"

"আমাদের বাড়িতে জানো, কৌরি পাইনের গাছ আছে। তার নীচে আমাদের নীল রঙের কাঠের পাটাতনের বাড়ি। দূর থেকে মনে হবে মিকিমাউসের মতো। সবুজ লন সামনে। বেতের চেয়ার সাজানো। আমাদের উপত্যকা থেকে সমুদ্র কী কাছে! রাত-দিন ঝোড়ো হাওয়া। আর শোঁ-শোঁ গর্জন। ঝোড়ো হাওয়ায় মামার চুল এলোমেলো হয়ে যায়।

সহসা বুড়োমানুষটা বলল, "হাইতিতি কোথায়!"

"তাই তো! গেল কোথায়!"

এই রে, ও এবার দ্বীপটায় না হারিয়ে যায়।"

"এত বড়।"

"হ্যাঁ। এখানে বালিয়াড়ি আছে, পাহাড় আছে। অরণ্য আছে। সবুজ ঘাসের উপত্যকা আছে। মৌটুসিলতার ঝোপ আছে। হারিয়ে যেতেই পারে।"

ম্যাণ্ডেলা চিৎকার করে ডাকল,

"হাইতিতি, তুমি কোথায় ?"

তখনই দেখতে পেল দূরে একটা বড় পাথরের আড়ালে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আসছে না।

"ওখানে ওটা কী করছে ?"

"কী জানি !" ম্যাণ্ডেলা আবার হাঁকল, "এখন আমাদের দুষ্টুমি করায় সময় নয়। এখন আমরা খাব। এসো শিগ্‌গির বলছি। তোমাকে নিয়ে আমার শতেক জ্বালা। এসো বলছি। না এলে তোমাকে ফেলে আমরা চলে যাব।"

তাতেই কাজ। হাইতিতি লেজের উপর লাফাতে লাফাতে চলে আসছে। হাতে ওর ওটা কী। বেশ বড়সড়। কোনো ডলফিনের বাচ্চা বগলে করে চলে আসেনি তো ! ওর ঐ স্বভাব। ছোট কাউকে দেখলেই তার সঙ্গে ভাব জমাতে চাইবে। সে কুকুরের ছানা হোক কিংবা বিড়ালছানা হোক তাতে তার আসে যায় না। বুদ্ধুটা বোঝে না ওর কাছে যেটা খেলা, ছানাবেড়াল কিংবা ডলফিনের কাছে সেটা মৃত্যুর শামিল। এ-জন্যই একবার ডলফিনের বাবা-মা'রা তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল। কত অনুনয়-বিনয় করে তাকে সেবারে বাঁচিয়েছে। বলেছে, তোমরা আমাদের বন্ধু। বন্ধুকে কখনও মারতে হয় না। হাইতিতিটা বোকা আছে। ভারী বোকা। ও তো বোঝে না অত ভাব করতে গেলে তোমাদের ছানাপোনাদের প্রাণান্ত।

হাইতিতি কাছে এলে দেখল বগলে সেই একটা আনারস ক্যাকটাস। ঠিক বুঝেছে, খাবার জন্য ম্যাণ্ডেলাদি বুড়োমানুষটার সঙ্গে যাচ্ছে। বুড়োমানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি বুড়োমানুষ, ভাগেরটা খাব। হাইতিতি সব বোঝে। আমার সঙ্গে ওর লাঞ্চ না হলে, সারাদিন মনমরা হয়ে থাকে।"

গাছের কাছে যেতেই দেখল, কী পেল্লাই একখানা কাণ্ড গাছের। বাকল নেই। হাতির দাঁতের মতো সাদা রঙ কাণ্ডের। একটা বড় ডাল নীচে নেমে এসেছে। কোনো ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। এক-একটা ডাল চ্যাপ্টা তক্তার মতো। যেন এক-একখান চৌকি পাতা আছে। বুড়োমানুষটা ততক্ষণে লাফিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে-যাওয়া ডালটায় উঠে হাত বাড়িয়ে দিল।

"ও মা, গাছে উঠছ কেন !"

"এসো না। এটাই আমার ঘরবাড়ি।"

"বা রে, মানুষের ঘরবাড়ি গাছের মাথায় হয়।"

"হয় তো।"

লোকটা হাত বাড়িয়ে আছে। আর ম্যাণ্ডেলা গাছটা ছাড়া এখন চারপাশে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হাত-পা মেলে যেন গাছের ডালপালা তাকে জড়িয়ে ধরেছে। সে ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, "আমি কিন্তু আবার পাখির বাসা বাতাসে ছেড়ে দেব। বুঝবে মজা !"

"আরে তুমি কী ! তুমি আমার ছোট্ট খোকি। গাছের পাতাগুলি দেখছ না। কী সবুজ গন্ধ ! এমন সুন্দর খোকিকে কে না ভালবাসে। গাছটিও তোমাকে ভালবাসে। গাছের পাতাগুলি নাচছে। ডালপালা নাচছে। উঠে এসো, ভয় নেই।"

আর আশ্চর্য ! গাছটার মাথায় ম্যাণ্ডেলা কত সহজে উঠে যেতে পারল। পালকের টুপির দরকার হয় না। লরেল গাছের পাতার ছাউনি-ঘরে। ডালপালার মধ্যে একটা মানুষ তার বাসা বানিয়েছে। এক-একটা ডাল যেন তার টুল-টেবিল, খাবার টেবিলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ভাঁড়ার ঘর, বসার ঘর, শোবার ঘর। সুন্দর, ছিমছাম। দারুচিনি-এলাচের গন্ধ।

"আমার বড় খিদে পেয়েছে বুড়োমানুষ।

তাড়াতাড়ি করো !"
"বা রে, চানটান করবে না। হাত-মুখ ধোবে না।"
"চানটান আমাদের হয়ে গেছে। ওটা সকালেই সেরে নিই।"
"কোথায় চান করলে।"
"কেন সমুদ্রে।"
"আরে নুনে কড়কড় করবে না শরীর। মিষ্টি জলে চান করে নাও।"
"আমার একটাই ফ্রক। আর ভেজাব না।"
"কেউ দেখবে না। এই নাও পাতার পোশাক।"
"বা রে, এটা আমার লাগবে কেন ?"
"লাগবে। গায়ে দিয়ে দেখো না।"
ম্যাগুেলা গায়ে দিয়ে দেখল, সত্যি তার মাপের। বলল, "এটা কার জন্য করেছ। তোমার তো কেউ নেই।"
বুড়োমানুষটা মাথা ঝাঁকাল। বলল, "আছে আছে।"
"সে কোথায় ?"
"কেন এখানে।"
"মারব তোমাকে। তুমি আমাকে আটকে রাখতে চাও। ওটা পরব না।"
"সোনা মেয়ে আমার। কতদিন থেকে বানিয়েছি। কত কষ্ট করে জারুল পাতা সংগ্রহ করতে হয়। এই দুটোই পোশাক আমার। একটা আমার আর একটা···।" বলে থেমে গেল।

"আর একটা কার, বলো বলো।" ম্যাগুেলা বুড়োমানুষটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। "আমি চান করব না। পাতার গাউন পরব না। পরব না, পরব না।"
"সোনা আমার—আমি দেখব কেমন লাগে তোমায়। আমার তো কেউ নেই। তুমি না এলে সত্যি আমার কেউ আছে আর মনে থাকত না। বুড়ো হয়ে গেলে মানুষ সব ভুলে যেতে থাকে। সব কিছুই কেমন গতজন্মে ঘটে গেছে মনে হয়।" বুড়োর চোখ ছলছল করছে। ম্যাগুেলারও স্বভাব তেমনি। কারো মনে একদম দুঃখ দিতে পারে না। বলল, "তিনসত্যি করে বলো, আমাকে পাতার গাউন পরিয়ে দ্বীপটায় আটকে রাখবে না !"
"না, না, না।" তিন সত্যি করলাম।
"বেশ চলো, কোথায় চান করব।"
বুড়োমানুষটা তরতর করে নেমে যেতে থাকল গাছ থেকে। নেমে যেতে কষ্ট হচ্ছে না। যেন একটা দিকের ডাল সিঁড়ির মতো নীচে নেমে গেছে। পাহাড়ের ওপাশে এক সুন্দর সরোবর। রাজহাঁস, জলপিপি, ডাহুক চরে বেড়াচ্ছে। বুড়োমানুষটাকে দেখে ওদের কী আনন্দ! ম্যাগুেলা আর বুড়োমানুষটি জলে ডুব দিলে, ওরাও ডুব দিল। বুড়োমানুষটা ম্যাগুেলা জলে ভেসে উঠলে ওরাও জলে ভেসে উঠছে।

বুড়োমানুষটা উঠে গা মোছার সময় বলল, "আমার ছোট্ট অতিথি। তোরা ভাবিস, আমার আর কেউ নেই। এই দেখ ম্যাগুেলা। সে তোদের মতো উড়তে পারে। মনে করিস তোরাই দেখতে সুন্দর—আমরা কত সুন্দর দেখ। ম্যাগুেলাকে দেখলে বুঝবি মানুষ কত সুন্দর হয়।"
ম্যাগুেলা বুড়োমানুষটার গায়ে থাপ্পড় মেরে বলল, "যাঃ আমার লজ্জা লাগছে। তুমি যে কী না! আমি খুব সুন্দর কে বললে !"
"বা রে, তুমি তো ছোট্ট পরি। তোমার দুটো পাখা আছে।"
"মিছে কথা। পাখা নেই।"
"তুমি দেখতে পাও না। আমি পাই। তোমার সুন্দর দুটো ডানা। প্রজাপতির মতো তিরতির করে কেবল কাঁপে। তুমি দেখতে পাও না। আমি পাই। পাশেই হাইতিতি দাঁড়িয়ে। বগলে তার

আনারস-ক্যাকটাস। একবার খেয়ে স্বাদ পেয়ে গেছে। পাছে কেউ নিয়ে যায়, সেজন্য ওটা বগল থেকে নামাচ্ছে না। এমন-কি ম্যাঙেলা তাকে অনেক বলেকয়েও চান করাতে পারেনি। সে পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের চান করা দেখছিল। বুড়োমানুষটা হাইতিতির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে, তোর দিদির দুটো প্রজাপতি-পাখা আছে না। ও না থাকলে কেউ উড়তে পারে। কী বলিস?"

হাইতিতি লাফাল লেজে ভর করে। মাথা ঝাঁকাল। সায় দিচ্ছে বুড়োর কথায়।

বুড়োমানুষটা বলল, "এবারে পাতার পোশাক পরে নাও।"

ভয় লাগছিল। কী জানি কী হবে! কিন্তু বুড়োমানুষটার চোখে অসীম আগ্রহ তাকে পাতার পোশাকে দেখার। যেন কত দীর্ঘকাল ধরে এই একটা প্রতীক্ষায় দ্বীপটায় সে এখনও বেঁচে আছে। তা না হলে সে কবেই মরে যেতে পারত। ম্যাঙেলা পাতার পোশাকটা এক নিশ্বাসে পরে ফেলল। তারপর মনে করার চেষ্টা করল, সে আগের ম্যাঙেলাই আছে কি না। হাইতিতিকে সে দেখতে পাচ্ছে। রাজহাঁসগুলো ভেসে যাচ্ছে জলে। জলপিপি ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। তার খিদেটাও একই রকমের আছে। না, পাতার পোশাক পরে সে ছাগল-ভেড়া বনে যাচ্ছে না। কিংবা নুড়ি পাথর। কিংবা শিল-নোড়া। সে আগের ম্যাঙেলাই আছে। পাতার পোশাকে তাকে ছোট বনদেবীর মতো দেখতে লাগছে।

ম্যাঙেলা বুড়োমানুষটাকে আবার জড়িয়ে ধরল। বলল, "তুমি আমার ফ্রেণ্ড।"

বুড়োমানুষটা বলল, "তুমিও আমার।"

বড় বন্ধুত্ব হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে।

হাইতিতি সব বোঝে। ওর দিকে কেউ তাকাচ্ছে না দেখে সে আনারস-ক্যাকটাসের উপর মুখ ভার করে বসে আছে।

সহসা বুড়োমানুষটা হা-হা করে হেসে উঠল। হাইতিতির হাত ধরে টেনে তুলে বলল, "ইউ আর অলসো মাই ফ্রেণ্ড।"

আর সঙ্গে সঙ্গে পায় কে। সে একাই ভিজে জামা-কাপড় আনারস-ক্যাকটাস হাতে নিয়ে হাঁটা দিল ওদের সঙ্গে। এখন লাঞ্চের সময়। তার কিছুটা রাক্ষুসে স্বভাব আছে বলে দিদি নিন্দামন্দ করে। তা করুক। খাবার সময় মুখচোরা স্বভাব হলে নিজেরই দুর্ভোগ। অন্য সময় লাজ-লজ্জা থাকলেও খাবার সময় সে খুব মিশুকে। আনন্দে দিশেহারা হয়ে সে তার দিদির পিঠে মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা টুঁ মেরে দিল।

॥ সাত ॥

বুচার সেবারে ভারী বিরক্ত হয়েছিলেন বোনের উপর। ম্যাঙেলা ফিরে আসায় মনে হয়েছে লুসির আর কোথাও যাবে না মেয়েটা। কিন্তু বুঝছে না কেন যে, মেয়ে বাড়ি থেকে দু-দিন নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারে, তার যে আবার নিখোঁজ হবার সম্ভাবনা। বাইরে বের হবার স্বাদ পেলে কে সেটা সহজে ছাড়তে চায়! লুসি কিছুতেই তা বোঝে না। তিনি দেখে খেপে গিয়েছিলেন, টেবিলে গরম কফি তার জন্য রাখা হয়েছে। সংসারে এত বড় দুর্যোগের মুখে যদি ওর এতটুকু হুঁশ থাকে। ওঠার সময় বলেছিলেন, বিকেলে ফের আসছি। তোমার মেয়ের ব্যাপার-স্যাপার আমার ভাল লাগছে না। একজন ভারততত্ত্ববিদ আসবেন। আর আসবেন হাসিমারা। হাসিমারা পুলিশের মনস্তত্ত্ব বিভাগের লোক। পুলিশ জানিয়েছে, এটা তাদের কাজ নয়। হাসিমারা যদি কিছু করতে পারে।

আর বিকেলেই হাজির হয়েছিল বুচার

হাসিমারাকে নিয়ে।

লুসি দেখে তো হেসে কুটিকুটি। সে আড়ালে হাসছিল। দাদার সামনে হাসলে ধমক খেতে হত। হাসিমারার পেট-পিঠ গাল-গলা সব সমান। গলাটা নেই বললেই হয়। কাঁধের সঙ্গে মাথাটা লেগে আছে। আর পোশাক পরেছে কোট এবং জ্যাকেটসহ। মানুষটা হাঁটলে পেটটা তার ফুট-দুই আগে হাঁটে। সে সবুজ লন দিয়ে উঠে আসতেই লুসি ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে গেছিল। ম্যাণ্ডেলা ঘরে।

বুচার এবং আরও গণ্যমান্য মানুষ এসেই বিষয়টা নিয়ে মেতে উঠল।

হাসিমারা তখন পি-পি করে ডেকেছিল, কই সেই মেয়েটা। বুচারকে বলেছিল, বলবেন না আমি পুলিশের লোক। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করা দরকার। রাস্তায় আজকাল খারাপ মানুষের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। হামেশাই বাচ্চা চুরি হয়ে যাচ্ছে। আপনার ভাগ্নিও মনে হয় কোনো খারাপ মানুষের পাল্লায় পড়েছে। আপাতত কাজ হাসিল করার জন্য তাকে নিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারে কেউ।

ম্যাণ্ডেলা হাসিমারার কাছে আসতেই অবাক হয়ে বলেছিল—"ও-মা এ তো একটি শিলমাছ। ছুঁচলো গোঁফ কেন তোমার!"

হাসিমারা রাগ করেননি। তিনি জানেন শিশুরা নিষ্পাপ হয়। ম্যাণ্ডেলার মগজের মধ্যে ঠিক শিলমাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। হাসিমারা একজন উৎকৃষ্ট মনস্তত্ত্ববিদের মতোই বললেন, "তুমি বুঝি শিলমাছ পছন্দ করো? তোমাকে একটা শিলমাছের বাচ্চা এনে দেব। কিন্তু সেটা রাখবে কোথায়?"

"কেন বরফের দেশে!"

"সে তো অনেক দূর।"

"আমি ইচ্ছে করলেই সেখানে যেতে পারি।"

"তা তুমি পারো। তুমি পারো না বলিনি তো! কিন্তু কথা হচ্ছে যাবে কী করে! একটা বোট ভাড়া করলে কেমন হয়।"

"বোট!"

"বোট পছন্দ না হলে জাহাজ।"

"না, আমার জাহাজ ভাল লাগে না। আমার কেবল উড়তে ভাল লাগে। তুমি শিলমাছ, বলে যাও না মাকে, মা যেন আমি উড়ে গেলে চিন্তা না করে।"

হাসিমারাকে শিলমাছ বলাতে খেপে গেছিলেন বুচার। "কী সব অসভ্যতা হচ্ছে!"

হাসিমারা হাত তুলে বলেছিলেন, "আহা, আপনি আবার এতে নাক গলাচ্ছেন কেন। আপনাদের দোষেই শিশুরা নষ্ট হয়ে যায়। এদের শিক্ষার আগে আপনাদের শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দরকার।" ধমক খেয়ে বুচার মুখ শক্ত করে বসে গেছিলেন।

"কোথায় যাও?"

শিলমাছের গোঁফ নড়ছে প্রশ্ন করতে গিয়ে।

"ও শিলমাছ, তোমার গোঁফ কাঁপে কেন!"

হাসিমারা নিজেও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মেয়ে তো নয় বিচ্ছু। হাসিমারা নার্ভাস হয়ে গিয়ে একটা পা আর একটা পায়ের উপর তুলে আসছেন। এত ভারী পা যে সেটি দু-হাতে এনে হাঁটুর উপর রাখতে হচ্ছে। ধরে না রাখলে ফের হড়কে যাচ্ছে। ম্যাণ্ডেলা ফিক করে হেসে দিল।

বুচার জোর ধমক লাগালেন, "আঃ ম্যাণ্ডেলা, এখন হাসবার সময় নয়। তিনি যা বলছেন ঠিক-ঠিক জবাব দাও।"

হাসিমারা কান চুলকাতে থাকলেন তখন। কান চুলকানো শেষ হলে বলেছিলেন, "ধমকাবেন না। একবারই বলেছি। শিশুদের ধমকাতে নেই।" ম্যাণ্ডেলার দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, "কাছে এসো না। কাছে এসো। ভয় কী! আমি তোমার মামার মতো আর একটা

মামা হই। আমাকে বলো, কে তোমাকে নিয়ে গেছিল !"

ম্যাণ্ডেলা খুব অবাক হয়ে বলেছিল, "কে নেবে ? আচ্ছা শিলমাছ,কেউ যদি বাতাসে ভেসে যায়, তবে কি সেটা খুব খারাপ কাজ।"

হাসিমারা জোর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, "নিশ্চয় নয়। নিশ্চয় নয়। উড়ে-যাওয়া খারাপ কাজ নয়। তবে যেখানেই যাবে, মাকে বলে যাবে। বলো তো আমি তোমার সঙ্গে যাব, তোমার মামা যাবেন। কে না বাতাসে ভেসে পৃথিবী ঘুরতে ভালবাসে ? কী বলেন ডাঃ বুচার।"

"অত্যন্ত সঙ্গত কথা।" বুচার থুতনি লাঠির উপর রেখে ঘোলা-ঘোলা চোখে তার পর বলেছিলেন, "হাসিমারা,কী তাজ্জব কাণ্ড, সকালে দেখি আমার টুপি বাতাসে ভেসে চলে যাচ্ছে।"

হাসিমারা জানালেন, "জলবায়ু আর আগের মতো নয়। ওয়েদার খুব চেঞ্জ করছে। পরমাণু বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া সব। তেজস্ক্রিয়া—বোঝলেন না। আপনার ভাগ্নির মধ্যেও সেটা সংক্রামিত হতে পারে। এক অদ্ভুত চিজ মানুষ আবিষ্কার করেছে। পালকে কিংবা লেজে লাগিয়ে নিলেই মঙ্গলগ্রহে চলে যাওয়া যায়।"

বুচার কথাটা শুনেই বিষম খেয়েছিলেন প্রচণ্ড। প্রচণ্ড কাসি। কোনোরকমে কাসি থামিয়ে বলেছিলেন, "টুপির তো আর লেজ গজায়নি।"

"গজাতে কতক্ষণ। ওটাকে যদি খুঁজে বের করে আনতে পারেন, আর যদি ফিরে পেয়ে থাকেন। ল্যাবরেটারিতে পাঠিয়ে দিন। লেজ না গজালে কিছু উড়ে যায় না ডাঃ বুচার। লেজে তেজস্ক্রিয় কিছু উড়ে এসে ঠিক লেগে গেছে।"

বুচার হাসিমারার এমন বিজ্ঞানীসুলভ কথাবার্তায় একেবারে অভিভূত। যদি তিনি দয়া করে ম্যাণ্ডেলার কেসটা এবারে হাতে তুলে নেন।

হাসিমারা যেন উপদেশের ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছিলেন, "শিশুরা বড়ই কল্পনাপ্রবণ। সে যা ভাবে তাই দেখে। আমরা বড়রা তা দেখি না।" তার পর ম্যাণ্ডেলার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল তাঁর, এই সব জীবনের গূঢ় কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা ছোট্ট মেয়ের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। ম্যাণ্ডেলাকে বলেছিলেন, "তুমি যাও। খেলোগে।" ম্যাণ্ডেলা এক দৌড়ে চলে গেছিল। তিনি যখন দেখলেন দূরত্ব ঠিক বজায় আছে তাঁর সঙ্গে ম্যাণ্ডেলার, তখন তিনি বলতে থাকলেন, "আপনার ভাগ্নির কাছে এই মুহূর্তে আমি একটা শিলমাছ ছাড়া কিছু নয়। আপনার ভাগ্নির শখ পাখি হয়ে উড়ে যাবে বাতাসে। বাবাকে সে খুঁজে আনবে। অবশ্য এটা যে কেবল আপনার ভাগ্নির বেলায় হয়েছে তা নয়। সকলের বেলাতেই ঘটে থাকে। আপনার আমার শৈশবের কথা ভাবুন। পৃথিবীটা এত গোলমেলে জায়গা কে বুঝত তখন ! আসলে কী জানেন, সব শিশুরাই পাখি হয়ে উড়তে চায়। ওরা পাখি হয়ে গেছে এমন স্বপ্ন দেখে। ওরা প্রায় সময় বাতাসে ভেসে একটা ছাদ থেকে আর একটা ছাদে গিয়ে বসে, কখনও আপেলের বাগানে ঘুরে বেড়ায়। কখনও রাজপথে, ওদের কেউ দেখতে পায় না। কী মজা বলুন !"

॥ আট ॥

ম্যাণ্ডেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে কখন বুড়োমানুষটার সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। জেগে দেখে বুড়োমানুষটা নেই। হাইতিতি নেই। প্রথমে খুব হকচকিয়ে গেল। গেল কোথায় ! সে উপর থেকে উঁকি দিতেই দেখল অনেক দূর থেকে ওরা বাওবাব

গাছটার দিকে ফিরে আসছে। কাছে আসতেই বলল, "কোথায় গেছিলে ? একা আমার ভয় করে না।"

বুড়োমানুষটার মুখে ভারী খুশি-খুশি ভাব। গাছের গোড়া থেকেই বলল, "পেয়েছি।"

"কী পেয়েছ ?"

"পালকের টুপি। রুপোলি ঘণ্টা।"

এ মা, সে ভুলেই গেছিল তার পালকের টুপি হারিয়েছে।

"কোথায় পেলে !"

"কোথায় আবার। যেখানে ভয়ে মূর্ছা গেছিল।"

ম্যাণ্ডেলার আর ভয় নেই। বুড়োমানুষটার জন্য সত্যি কষ্ট হতে থাকল। সে চলে যাবে, বুড়োমানুষটা একা পড়ে থাকবে। তাকে কত আদর-যত্ন করেছে। কত রকমের ফল, মধু দিয়ে মণ্ডের পিঠা, দারুচিনি এলাচ দিয়ে পাখির বাসার স্যুপ—এত সুস্বাদু খাবার আছে এর আগে সে জানতই না। প্রকৃতি যেন সব বুড়োমানুষটার জন্য থরে-থরে বানিয়ে রেখেছে।

সে দেখল, একটা ডালে তার সাদা ফ্রকটা ঝুলছে। হাত দিয়ে বুঝল শুকিয়ে গেছে।

বুড়োমানুষটা ডাকছে এখন, "নীচে এসো।"

খেতে বসে বুড়োমানুষটা বলেছে, "এমন সব পাখি আছে ম্যাণ্ডেলা যারা বাড়িঘর বানাতে ওস্তাদ। তুমি দেখবে না ! আমি তো রোজ বিকেলে বসে দেখি। পাখিগুলি শুধু চালাঘরই বানায় না, বাগান করে। নানা রঙের ফুল এনে বাড়ির সামনে সাজিয়ে রাখে। তাদেরও অতিথি বেড়াতে আসে। তারা সমস্বরে গান গায়। নাচে, একজন মানুষ তার বিকেলটা পাখিদের ঘর সাজানো বাগান সাজানো দেখতে দেখতেই দ্বীপে

অনেক সময় কাটিয়ে দিতে পারে।”

এই বাড়িঘর বানানোর কথা বলতে বলতে বুড়োমানুষটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল।

বুড়োমানুষটা ডাকল, “যাবে না? ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে।”

আসলে একজন বুড়োমানুষ কোনো নির্জন দ্বীপে মুহূর্তে কত প্রিয় হয়ে যেতে পারে ম্যাণ্ডেলাকে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সে প্রায় ডাল থেকে ডালে নেমে তারপর নীচে ঝুলে বলল, “এখন গেলে দেখতে পাব?”

“চলোই না। তোমাদের দেখলে আবার লজ্জা পেয়ে না উড়ে যায়। আমরা কিন্তু কাছে যাব। মুরহেন পাখির মতো দেখতে। বুকটা সাদা, লেজটা লাল, ডানা সবুজ। ঠোঁট সোনালি। চিরিক-চিরিক করে নাচে গায়। ওরা যখন শিস দেয় সহসা শুনলে মনে হবে কোনো হলঘরে নূপুর বাজছে।”

“তাই বুঝি। ম্যাণ্ডেলা যেতে যেতে বলল, “আমাদের সঙ্গে চলো না। তোমাকে ফেলে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে।”

“আবার এসো। যখনই ইচ্ছে হবে চলে আসবে। তোমার তো পালকের টুপি আছে, ভয় কী।”

“আমার বাড়ি ছাড়া আর এই দ্বীপটা বাদে কোথাও গিয়ে ভাল লাগবে না।”

“তোমার বাড়ি কোথায় গো?” ম্যাণ্ডেলা প্রশ্ন করল।

বুড়োমানুষটা বলল, “লিখে রেখেছি। দেখাব। গত জন্মের কথা তো! ঠিকঠাক মনে থাকে না। মাঝে মাঝে সব ভুলে যাই। তুমি আসায় কেমন আবার সব মনে পড়ে যাচ্ছে।”

কিছু ওক গাছের ছায়া তখন তাদের ঢেকে দিয়েছে। একটা ছোট অরণ্যের ভিতর দিয়ে তারা হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছিল। যেন এটা তাদের এক জীবনের বন্ধুত্ব নয়। কয়েক জীবনের বন্ধুত্ব।

একটা সবুজ ঘাসের মাঠে পড়তেই বুড়োমানুষটা বলল, “এখানটায় বোসো। ছায়ার মধ্যে বসলে আমাদের ওরা দেখতে পাবে না। সামনেই সেইসব পুতুল খেলার মতো কিংবা লিলিপুটদের থাকার মতো ঘর। বোলতার চাকের মতো আকারে বড়। কাঠের ডাল দিয়ে খুঁটি। যার যার সীমানা ভাগ করা। ফুলের বেড়া, যেন এই মাত্র ফুল তুলে এনে রেখেছে।

বুড়োমানুষটা আধশোয়া হয়ে ঘাসের মধ্যে বসে আছে। পায়ের কাছে ম্যাণ্ডেলা। অবাক চোখে দেখছে। হাইতিতি এখন ভারী শান্তশিষ্ট।

বুড়োমানুষটা বলল, “সকাল হলে এরা ঠোঁটে করে বাসি ফুল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসবে। সকালটা এদের এই করে কাটে। দুপুরে বাসা থেকে বের হবে না। বাচ্চা পাখি নিয়ে ঘরকন্না করবে। বিকালে আবার বের হবে। এখন বাগান সাজানোর পালা। ভাল লাগছে না ম্যাণ্ডেলা। এই পাখিগুলি না থাকলে আমি বড় একা হয়ে যেতাম।”

“আমাকে একটা ধরে দেবে?”

“নিতে নেই। নিয়ে গেলে ওরা একা হয়ে পড়বে না।”

ম্যাণ্ডেলা আর কিছু বলল না। সেজেগুজে যেন পাখিরা এখন তাদের নিজ-নিজ বাগান করায় ব্যস্ত। ফুল দিয়ে বাড়িঘর কিংবা লতাপাতার মতো চারপাশে আলপনা দিয়ে রাখছে। কী ব্যস্তবাগীশ সব। ম্যাণ্ডেলার হাসি পেয়ে গেল। বলল, “এগুলো কী পাখি গো?”

“নাম জানি না, আমি গার্ডেনার বলে ডাকি।”

• “মামাকে গিয়ে বলব। কিন্তু কী জানো, মামাটা বিশ্বাস করে না। আর শোনো, তুমি কিন্তু কাউকে বোলো না, আমার পালকের টুপি আছে। অবিশ্বাসী লোকেরা শুনলে পালকের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।”

“তুমি পাগল! আমি কাকে বলব! কে

আমার আছে ?”

পাখিদের ঘরকন্না দেখার কী অসীম আগ্রহ বুড়োমানুষটার। ম্যাঙেলাই মনে করিয়ে দিল, আমরা যাব। ম্যাঙেলা মনে মনে ভাবছে—বুড়োমানুষটাকে যদি সে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারত। যাবার কথা মনে হলেই তার কেমন কান্না পাচ্ছে।

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে ফের বাওবাব গাছটার নীচে এসে দাঁড়াল। আট-দশ বিঘা জমি জুড়ে গাছটা ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। কাঠাখানেক জমি জুড়ে তার অতিকায় কাণ্ড—কাণ্ডটার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ম্যাঙেলা দেখল—সারা কাণ্ড জুড়ে মুক্তোর মতো অক্ষরে কে কী সব লিখে রেখেছে। প্রথমে বড় বড় করে লেখা—

আমার নাম হানস ওটো।

তারপরে লেখা—আমার গাঁয়ের নাম, ওবের আমেরগাউ।

আমার মেয়ের নাম, রোমি।

আমার ছোট্ট খামার ছিল, ছোট্ট নদী ছিল। শস্যক্ষেত্র ছিল। রোমিকে নিয়ে বিকেল হলে নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। রাতে উঠোনে বসে নক্ষত্র চেনাতাম। জঙ্গলের কত সব মজার গল্প শুনে রোমি আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেত। মারিয়া কপট ক্ষোভ প্রকাশ করে বলত, আঃ কী বাপসোহাগি মেয়ে দেখো ! আমি না খাইয়ে দিলে রোমি খেত না। ঘুম থেকে ডেকে না দিলে উঠত না। হাত ধরে স্কুলে না দিয়ে এলে যেত না।

এক জায়গায় লিখে রেখেছে—ঈশ্বর আমার একটা মাত্র মেয়ে। তাকে আমি আর দেখতে পাব না। ওর জন্য সুন্দর একটা পাতার পোশাক বানিয়ে রেখেছি। তারপর লিখে রেখেছে, আমার এমন সুন্দর জীবন যেসব যুদ্ধবাজ নষ্ট করে দিল, ঈশ্বর তাদের তুমি ক্ষমা করে দিও।

ম্যাঙেলা লেখাগুলি পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার বাবাও হয়তো কোনো গাছের কাণ্ডে এভাবে লিখে রেখেছে যাবতীয় কথা। আমার মেয়ের নাম, ম্যাঙেলা। আমাদের বাড়ি গ্রিন ভ্যালিতে। উপত্যকার নীচে পাইনের বন। পেছনে এগমণ্ট হিল। পাহাড়ের গায়ে অজস্র আপেলগাছ। পিকাকোরা পার্কে রোজ বিকেলে ম্যাঙেলার হাত ধরে বেড়াতাম।

ম্যাঙেলা ফ্রকে চোখ মুছে ফের বুড়োমানুষটাকে দেখার চেষ্টা করল। বুড়োমানুষটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কেমন সাদা বরফের মতো শরীর। বুড়োমানুষটার শরীর থরথর করে কাঁপছে। ম্যাঙেলার কাছে ধরা পড়ে যাবে, ভয়ে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। ম্যাঙেলা সামনে গিয়ে এবারে বুড়োকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। ডাকল, “হানস, ওঠো !”

বুড়োমানুষটা বুকে তুলে তাকে পাগলের মতো চুমো খেতে থাকল।

“হানস ওঠো, আমি তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছে দেব। দেখবে এখানে একদিন একটা সাদা জাহাজ এসে লেগেছে। ওতে উঠে তুমি চলে যাবে। আমাকে এখন ছেড়ে দাও। হাইতিতিকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার কাছে বলে যাচ্ছি, যুদ্ধবাজ লোকদের দেখলেই এবার থেকে আমি তাদের কান মলে দেব। তুমি ভেবো না। ভাববে না তো ! কান্নাকাটি করবে না, বলো। সাদা জাহাজটা এলে তুমি কিন্তু চলে যেও।”

বুড়োমানুষটা ফিক করে হেসে দিল। একেবারে সেই এক ছোট শিশু। ভারী অবোধ। বলল, “না, আর কান্নাকাটি করব না।”

“কান্নাকাটি আমার একদম ভাল্লাগে না।” তারপর সে হাইতিতিকে নিয়ে বাতাস ফুঁড়ে মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছবি : দেবাশিস দেব

সমাপ্ত

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৬ ই নভেম্বর,(২২ শে কার্তিক ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) বৃটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার রাইনাদি গ্রামে। (কিন্তু সার্টিফিকেট অনুসারে জন্ম তারিখ - ১লা মার্চ,১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ। এটি সঠিক ছিল না। তাঁর সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য) তাঁর পিতা অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায় মুড়াগাছা জমিদারের অধীনে কাজ করতেন। মাতার নাম লাবণ্যপ্রভা দেবী। [১][২] [৩] তাঁর শৈশব কৈশোর কেটেছে গ্রামের বাড়িতে যৌথ পরিবারে। স্কুলের পড়াশোনা সোনারগাঁও এর পানাম স্কুলে। কিন্তু দেশভাগের পর ছিন্নমূল হয়ে তাঁরা চলে আসেন ভারতে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের বানজেটিয়া গ্রামে গড়ে ওঠা মণীন্দ্র কলোনিতে পিতার বাড়িতে কিছুকাল থিতু হয়ে থাকেন। এখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। তারপর যাযাবরের ন্যায় কেটেছে তাঁর যৌবন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি.কম.পাশ করেন ও পরে বি.টি. পাশ করেন। বি.টি.পড়ার সময়ই আলাপ হয় সহপাঠী 'মমতা'র সাথে। পরে তাকে বিবাহ করেন।
এরপর কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লেন। কখনো নাবিকরূপে সারা পৃথিবী পর্যটন, আবার কখনো বা ট্রাক-ক্লিনারের কাজ লেগে পড়া। পরে এক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। অল্প কিছু দিন মুর্শিদাবাদ জেলার চৌরীগাছা স্টেশন নিকটস্থ সাটুই সিনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। তিন-চার বৎসর সাটুইয়ে থাকার পর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকাপাকি ভাবে চলে আসেন কলকাতায়। কখনো হলেন কারখানার ম্যানেজার, কখনো বা প্রকাশনা সংস্থার উপদেষ্টা। পরে অমিতাভ চৌধুরীর আহ্বানে যোগ দেন কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজে এবং সেখান থেকেই কর্মে অবসর নেন।
বিভিন্ন পেশার মধ্যে থেকেও লেখালেখি করে গেছেন তিনি। তবে কলেজে পড়ার সময় থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে যায়। আর পেশার তাগিদে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাই স্থান পেয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। তাঁর প্রথম গল্প ওয়েলসের বন্দর শহর নিয়ে লেখা 'কার্ডিফের রাজপথ' প্রকাশিত হয় বহরমপুরের "অবসর" পত্রিকায়। তাঁর এর পরের গল্প ছিল 'বাদশা মিঞা'। বহরমপুরের কলেজের বন্ধুদের আগ্রহে'উল্টোরথ'পত্রিকায় উপন্যাস প্রতিযোগিতায় জাহাজের জীবন নিয়ে প্রথম উপন্যাস "সমুদ্র মানুষ" লিখেই ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'মানিক-স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন তিনি। এরপর তিনি তাঁর অর্থসঙ্কট মেটাতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখে গেছেন বহু উপন্যাস। ছোট-কিশোর ও বড়দের সবার জন্যই তিনি লিখেছেন। তবে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসটি হল 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে'। এটি মূলতঃ চারটি সিরিজে বিন্যস্ত। প্রথম পর্ব 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে',দ্বিতীয় পর্ব 'মানুষের ঘরবাড়ি',তৃতীয় পর্ব 'অলৌকিক জলযান' এবং চতুর্থ পর্ব হল 'ঈশ্বরের বাগান'। দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে ছিন্নমূল মানুষের জীবন,তাদের সংগ্রামী বিষয় এবং পটভূমিসহ জীবনের রোমাঞ্চকর অভিযানের লৌকিক অলৌকিক উপলব্ধি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর এই রচনা কেবল বাংলা সাহিত্যকে নয়,ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতের ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে ক্লাসিক পর্যায়ে বারোটি মূল ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে গ্রাম বাংলার জীবনও অনেক বেশি করে ধরা দিয়েছে। তাই তাঁর মধ্যে অনেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার খুঁজে পান।